RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

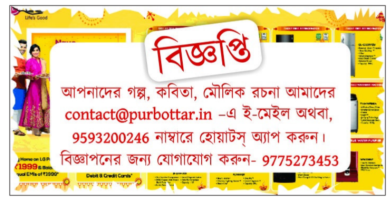

বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ১২, কোচবিহার, শুক্রবার, ১২ জুন - ২৫ জুন, ২০২৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২

Vol: 30, Issue: 12, Cooch Behar, Friday, 12 June - 25 June, 2026, Pages: 12 Rs. 3

ডিজিটালি দৈনিক কর সংগ্রহ করবে কোচবিহার পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: পার্কিং, বাজার এবং ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে দৈনিক কর সংগ্রহে এবার ডিজিটাল ‘কিউআর কোড’ ব্যবস্থা চালু করতে চলেছে কোচবিহার পুরসভা। কর আদায়ে সাধারণ মানুষের মনের সন্দেহ দূর করতে এবং সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতেই পুরসভা এই আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করছে। চলতি সপ্তাহে কিছুদিন ধরে ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক এই ব্যবস্থা সফলভাবে চলছে।

শহরের লালদিঘির পাড়, বিশ্বসিংহ রোড সহ মোট ৪টি পার্কিং জোন থেকে পুরসভার মাসে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা এবং ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের থেকে আরও কয়েক লক্ষ টাকা আয় হয়। প্রশাসনিক নির্দেশে মাসখানেক বন্ধ থাকার পর, দু’দিন আগেই প্রশাসন পুরসভাকে পুনরায় পার্কিং চালুর অনুমতি দিয়েছে।

পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ সাহা জানান, “খুব শীঘ্রই পার্কিং জোনগুলি খোলা হবে। সেখানে কর্মচারীদের কাছে এবং নির্দিষ্ট জায়গায় কিউআর কোড থাকবে। যানবাহন রাখলে সাধারণ মানুষকে ওই কোড স্ক্যান করেই ‘পার্কিং ফি’ দিতে হবে।” এর ফলে কর আদায়ে কারচুপি রোখা সম্ভব হবে বলে আশা করছে পুর কর্তৃপক্ষ।

কোচবিহারে পুলিশের মেগা ট্রাফিক অভিযান

বাজেয়াপ্ত ৩০টি বেআইনি টোটো

শহরের শৃঙ্খলা ফেরাতে এবার ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: হেরিটেজ শহর কোচবিহারের রাজপথকে যানজটমুক্ত এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াত স্বস্তিদায়ক করতে এবার কোমর বেঁধে মাঠে নামল প্রশাসন। শহরের ক্রমবর্ধমান যানজট নিয়ন্ত্রণে আনতে ১১ জুন বৃহস্পতিবার দিনভর এক ম্যারাথন ও মেগা অভিযান চালায় কোচবিহার সদর ট্রাফিক পুলিশ। ট্রাফিক আইন অমান্য করা এবং নিয়মবহির্ভূতভাবে যাত্রী পরিবহনের অভিযোগে হাতেনাতে প্রায় ৩০টি ই-রিকশা ও টোটো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে বহু চালককে মোটা অঙ্কের জরিমানা করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। প্রশাসনের এই আকস্মিক ও কঠোর পদক্ষেপে একদিকে যেমন বেআইনি টোটো চালকদের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে, অন্যদিকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন সাধারণ নাগরিকরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহারে গত কয়েক বছরে ই-রিকশা ও টোটোর সংখ্যা সাংঘাতিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কোনও রকম বৈধ নথি বা রুট পারমিট ছাড়াই শহরের আনাচে-কানাচে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে হাজার হাজার টোটো। এর জেরে শহরের প্রধান বাণিজ্যিক এলাকা, রেলস্টেশন সংলগ্ন রাস্তা, গুরুত্বপূর্ণ মোড় এবং স্কুল-কলেজ ও হাসপাতালের সামনে সকাল থেকে

রাত পর্যন্ত তীব্র যানজট লেগেই থাকে। বিশেষ করে অফিস ও স্কুলের সময়ে এই যানজট ‘নরকযন্ত্রণা’র আকার নেয়। ১০ মিনিটের রাস্তা পার হতে সময় লেগে যাচ্ছে প্রায় আধ ঘণ্টারও বেশি। নিত্যদিনের এই অচলাবস্থা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষোভ জমছিল শহরবাসীর মনে।

জনসাধারণের এই চরম ভোগান্তি দূর করতে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই শহরের একাধিক ব্যস্ত ও কৌশলগত মোড়ে ব্যারিকেড গড়ে তোলে কোচবিহার সদর ট্রাফিক পুলিশ। ট্রাফিক ইন্সপেক্টরের নেতৃত্বে চলে এই সাঁড়াশি অভিযান। অভিযান চলাকালীন দেখা যায় বহু টোটোর কোনও বৈধ রেজিস্ট্রেশন বা পুরসভার অনুমোদন নেই, অপ্রাপ্তবয়স্ক চালকরাও যত্রতত্র টোটো নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছে, রাস্তার মাঝখানেই যাত্রী ওঠানো-নামানো চলছে অবিরাম। এই সমস্ত আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নেয় পুলিশ। মুহূর্তের মধ্যে প্রায় ৩০টি টোটোকে আটক করে ক্রেন দিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় লাইনে। পাশাপাশি ট্রাফিক আইন ভাঙার দায়ে বহু চালকের বিরুদ্ধে অন-স্পট জরিমানা ধার্য করা হয়।

এই মেগা অভিযান প্রসঙ্গে ট্রাফিক পুলিশের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জানান, “শহরের যান চলাচল স্বাভাবিক রাখা, দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমানো এবং সাধারণ মানুষের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। ট্রাফিক আইন ভাঙলে কাউকে রেয়াত করা হবে না।”

প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, শহরে শৃঙ্খলাপূর্ণ যান চলাচল বজায় রাখতে আগামী দিনেও এই ধরনের ‘সারপ্রাইজ ভিজিট’ এবং বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে। টোটো ও ই-রিকশা চালকদের নির্দিষ্ট নিয়ম ও রুট মেনে চলার জন্য কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে।

মিড ডে মিল বন্ধের অভিযোগে রাস্তায় পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: মিড ডে মিলের অর্থ তছরুপের অভিযোগকে কেন্দ্র করে ১২ জুন, শুক্রবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যোগেশ চন্দ্র সাহা উচ্চ বিদ্যালয় চত্বর। মিড ডে মিল পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে বিদ্যালয়ের সামনে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে শামিল হয় ছাত্র-ছাত্রীরা।

পড়ুয়াদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে মিড ডে মিলের বরাদ্দ অর্থে অনিয়ম হয়েছে। পাশাপাশি সরস্বতী পূজার তহবিল থেকেও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে। শিক্ষার্থীদের দাবি, এই আর্থিক অনিয়মের জেরেই বর্তমানে মিড ডে মিল পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত অর্থের অভাব দেখা দিয়েছে এবং তার ফলেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে খাবার পরিষেবা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা রূপা দেব একসময় মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের দিনহাটা শহর ব্লক সভানেত্রী ছিলেন এবং তৎকালীন শাসকদলের প্রভাব খাটিয়ে নানা অনিয়ম চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষোভ চরমে পৌঁছালে তারা বিদ্যালয়ের সামনে রাস্তা অবরোধ করে প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপ এবং ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানায়। অবরোধের ফলে কিছু সময়ের জন্য এলাকায় যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

তবে এই অভিযোগের বিষয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা অভিযুক্ত প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকার পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। প্রশাসনের তরফেও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ইউবিকেভিতে কৃষি কর্মশালা

দেবাশীষ চক্রবর্তী

পুন্ডিবাড়ি: বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ইউবিকেভি)-এর পুন্ডিবাড়ি ক্যাম্পাসে ন্যানো সারের ব্যবহার এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থার প্রসারে এক বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করল ইন্ডিয়ান ফার্মারস ফার্টিলাইজার কোঅপারেটিভ লিমিটেড (ইফকো)। “ফার্মিং ফিউচার: ন্যানো বনাম কনভেনশনাল ফার্টিলাইজার” শীর্ষক এই কর্মশালায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কৃষি আধিকারিক এবং স্থানীয় কৃষকরা অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় সকাল ৯টায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মাধ্যমে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার উত্তর বিধানসভার বিধায়ক সুকুমার রায়। তিনি পরিবেশ রক্ষায় বনায়নের গুরুত্ব তুলে ধরে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক দেবব্রত বসুও পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সবুজায়নের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষি অনুষদের ডিন অধ্যাপক দিব্যেন্দু মুখোপাধ্যায়, স্নাতকোত্তর অধ্যয়নের ডিন অধ্যাপক সুমিত চক্রবর্তী, উদ্যানপালন অনুষদের ডিন অধ্যাপক সৌমেন মৈত্র, ছাত্রকল্যাণ বিভাগের ডিন অধ্যাপক শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রযুক্তি অনুষদের ডিন ড. আসিস দাস, সহকারী অধ্যাপক ড. অমৃত তামাং, কৃষি উপ-পরিচালক (প্রশাসন) অসিতবরণ মণ্ডল, ইফকো-কোচবিহারের ফিল্ড অফিসার নীলাঞ্জন রক্ষিত এবং ইফকো-ফালাকাটার ফিল্ড অফিসার পঙ্কজ প্যাটেলসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে একাডেমিক সিম্পোজিয়ামের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী ভাষণে উপাচার্য অধ্যাপক দেবব্রত বসু কৃষির দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে বিকল্প ও আধুনিক সার ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন।

এরপর প্রযুক্তিগত অধিবেশনে কৃষি ক্ষেত্রের বর্তমান চ্যালেঞ্জ, নতুন প্রযুক্তি এবং ন্যানো সারের কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা হয়।

ইফকোর ফিল্ড অফিসার নীলাঞ্জন রক্ষিত তাঁর উপস্থাপনায় ন্যানো সার ও প্রচলিত সারের তুলনামূলক বিশ্লেষণ তুলে ধরে পরিবেশবান্ধব ও সাশ্রয়ী কৃষি ব্যবস্থায় ন্যানো সারের সম্ভাবনার কথা ব্যাখ্যা করেন।

কর্মশালার অন্যতম আকর্ষণ ছিল ছাত্রছাত্রী ও কৃষকদের নিয়ে গঠিত মিশ্র দলগুলির অংশগ্রহণে প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং দলগত আলোচনা প্রতিযোগিতা। এতে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও কৃষকদের বাস্তব অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে প্রাণবন্ত মতবিনিময়ের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ বিচারকমণ্ডলী আলোচনার ভিত্তিতে সেরা দল ও রানার্স-আপ দল নির্বাচন করেন। শেষে বিজয়ী দলগুলিকে পুরস্কৃত করা হয়। নেটওয়ার্কিং ও সৌহার্দ্য বিনিময়ের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটে। বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রেক্ষাপটে আয়োজিত এই কর্মশালা টেকসই কৃষি, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং কৃষকদের মধ্যে আধুনিক প্রযুক্তির প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মত প্রকাশ করেন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অতিথিরা।

তৃণমূলে নজিরবিহীন রাজনৈতিক সংকট

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরে এই মুহূর্তে এক তীব্র রাজনৈতিক সংকট তৈরি হয়েছে। দলের একাধিক সাংসদ, বিধায়ক ও শীর্ষ নেতৃত্বের প্রকাশ্য বিদ্রোহ এবং একের পর এক পদত্যাগের ঘটনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন দলটিতে বড়সড় ভাঙন দেখা দিয়েছে। সংকটের তীব্রতা যেন বাড়ছেই। গত এক সপ্তাহে রাজ্যসভার তিন সাংসদ পদত্যাগ করেছেন। ১১ জুন, বৃহস্পতিবার পদত্যাগ করেন প্রকাশ চিক বরাইক; যার ঠিক আগের দিনই ইস্তফা দেন সুস্মিতা দেব এবং তাঁর দুদিন আগে দলের বিরুদ্ধে "অবাধ দুর্নীতি" ও "অরাজক শাসনের" মারাত্মক অভিযোগ তুলে পদ ছাড়েন বর্ষীয়ান নেতা সুখেন্দু শেখর রায়। লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভা, উভয় ক্ষেত্রেই দল চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি। বিধানসভায় স্পিকার রথীন্দ্রনাথ বসু ইতিমধ্যে ৫৮ জন বিদ্রোহী তৃণমূল বিধায়ককে প্রধান বিরোধী ব্লক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যার নেতৃত্বে রয়েছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিদ্রোহী গোষ্ঠী তৃণমূলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্তৃত্বকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতা করার দাবি তুলেছে।

অন্যদিকে, লোকসভাতেও বড়সড় ফাটল ধরিয়ে চারবারের সাংসদ কাকলি ঘোষ দাবি করেছেন যে, তাঁর সঙ্গে আরও ১৯ জন সাংসদের সমর্থন রয়েছে এবং দলত্যাগ বিরোধী আইন এড়াতে প্রয়োজনীয় এই সংখ্যাবলি নিয়ে তাঁরা বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটকে সমর্থন করতে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি দিয়েছেন।

বিদ্রোহী সাংসদদের এই শিবিরে যোগ দিয়েছেন যাদবপুরের সায়নী ঘোষ এবং কলকাতা দক্ষিণের মালা রায়ের মতো হেভিওয়েট ও তারকা প্রার্থীরা। এছাড়াও শতাব্দী রায়, ইউসুফ পাঠান, দেব অধিকারী, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও জুন মালিয়ার মতো একাধিক শীর্ষনেতার নাম এই বিদ্রোহী তালিকায় উঠে আসায় রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে, যদিও শত্রুঘ্ন সিনহা এখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে আছেন বলে দাবি করা হচ্ছে। এই নজিরবিহীন ডামাডোলের মাঝেই দিল্লিতে সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং রাহুল গান্ধীর সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক বৈঠকের পর রাজনৈতিক মহলে কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের মার্জারের তীব্র জল্পনা ছড়ায়। তবে কংগ্রেস ও তৃণমূল উভয় পক্ষই এই জল্পনাকে সম্পূর্ণ "ভিত্তিহীন" বলে উড়িয়ে দিয়েছে এবং কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ স্পষ্ট করেছেন যে এটি কোনও রাজনৈতিক একীকরণের বৈঠক ছিল না, বরং দীর্ঘদিনের সম্পর্কের খাতিরে একটি সৌজন্যমূলক আলোচনা হয়। দলের এই সামগ্রিক রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম এবং বিধাননগর পুরনিগমের কৃষ্ণা চক্রবর্তী তাঁদের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন, যার মধ্যে ফিরহাদ হাকিম বিদ্রোহী শিবিরের দিকেই ঝুঁকেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। এরই মধ্যে তোলাবাজির মামলায় তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গীর খানকে ভারত-নেপাল সীমান্ত থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করায় দলগতভাবে আরও ব্যাকফুটে চলে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

বন্ধ ছানি অপারেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন

শীতলকুচি: শীতলকুচি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে 'চোখের আলো' প্রকল্পের স্যাটেলাইট আই অপারেশন থিয়েটারটি চালুর কয়েক মাস পরেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও অপটোমেট্রিস্ট অন্যত্র বদলি হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে এই পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। ফলে ছানি ও চোখের অন্যান্য চিকিৎসার জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের বাধ্য হয়ে মাথাভাঙা, কোচবিহার বা শিলিগুড়ির মতো দূরবর্তী স্থানে ছুটতে হচ্ছে। বিএমওএইচ ডা. শাম্ব অধিকারীর কথায়, বিশেষজ্ঞ না থাকার কারণেই অপারেশন বন্ধ রয়েছে এবং বিষয়টি স্বাস্থ্য দপ্তরকে জানানো হয়েছে। নতুন বিশেষজ্ঞ এলেই পরিষেবা ফের চালু হবে।

'খেত বাঁচাও' শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন

পুণ্ডিবাড়ি: কোচবিহার-২ ব্লকের ঢাংটিংগুড়িতে কৃষকদের সচেতনতা বাড়াতে কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে ১০ জুন 'খেত বাঁচাও' প্রশিক্ষণ শিবির হয়। বুধবার আয়োজিত এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার উত্তরের বিধায়ক সুকুমার রায়, সহ কৃষি অধিকর্তা বিশ্বনাথ তালুকদার এবং তিলক বর্মন প্রমুখ। শিবিরে উপস্থিত চাষিদের সুবিধার্থে মাটি পরীক্ষা, রাসায়নিকের বদলে জৈব চাষাবাদ এবং জমিতে সুষম সারের সঠিক প্রয়োগ সহ আধুনিক কৃষির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও পরামর্শ দেওয়া হয়।

স্বস্তিতে শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: বাংলার শিক্ষা পোর্টালে প্রথম সামেটিভ পরীক্ষার নম্বর তোলার সময়সীমা ১৫ জুনের বদলে বাড়িয়ে ৩০ জুন করেছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। ১ জুন থেকে সার্ভার ও নেটওয়ার্ক সমস্যার কারণে স্কুলগুলো বিপাকে পড়েছিল। সময়সীমা বাড়ায় স্বস্তিতে শিক্ষক মহল।

স্কুলে না এসেও হাজিরা দিনহাটায়

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: দিনহাটা-২ ব্লকের শিকারপুর এসসি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তথা অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি ধনঞ্জয় রায় সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় অভিভাবকরা। তাঁদের অভিযোগ, রাজনৈতিক ক্ষমতার দাপটে ধনঞ্জয়বাবু দীর্ঘদিন ধরে স্কুলে না এসেও প্রতিদিন হাজিরার খাতায় সই করতেন। রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হতেই ১০ জুন, বুধবার স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়ে তাঁর অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হন স্থানীয় বাসিন্দারা।

অনুপস্থিতি ছাড়াও স্কুলের প্রাচীর নির্মাণ, শৌচালয় সংস্কার ও মিড-ডে মিলের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ তুলে নতুন সরকারের কাছে কড়া তদন্তের দাবি জানিয়েছেন অভিভাবকরা। স্কুলের সহকারী শিক্ষক মিঠুন দেব জানান, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে। স্কুল পরিদর্শক দ্রাবিড় দাস জানিয়েছেন, লিখিত অভিযোগ পেলে নিয়ম মেনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে এই বিষয়ে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষকের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

মোদিকে নিজের হাতে বানিয়ে ঝালমুড়ি খাওয়ালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন

নয়াদিল্লি: প্রধানমন্ত্রী পদে নরেন্দ্র মোদির টানা ১২ বছর বা 'এক যুগ' পূর্তি উপলক্ষে সম্প্রতি দিল্লির ভারত মণ্ডপমে বসে এনডিএ-র বিশেষ সম্মেলন। রাজনীতির সেই গুরুগম্ভীর আবহের মাঝেই সেখানে ধরা পড়ল এক নিখাদ ঘরোয়া বাঙালিয়ানা। এনডিএ বৈঠকে উপস্থিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পাতে নিজের হাতে ঝালমুড়ি মেখে তুলে দিলেন পশ্চিমবঙ্গের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

প্রধানমন্ত্রীর পাতে মুড়ি তুলে দিতে পেরে যেমন উৎফুল্ল দেখায় শুভেন্দুকে, তেমনই হাসিমুখে সেই মুড়ি খান প্রধানমন্ত্রীও। পরে মোদি তাঁর 'এক্স' হ্যান্ডেলে সেই ভিডিও পোস্ট করে লেখেন, "আজকের এনডিএ বৈঠকে সতীর্থ নেতাদের সঙ্গে ঝালমুড়ি ভাগ করে নিচ্ছি।" বর্তমানে রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও বিজেপির বিপুল জয়ের পর শুভেন্দু অধিকারী এখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে। দিল্লির বুকে তাঁর এই ঝালমুড়ি কূটনীতি নিয়ে এখন সরগরম নেটপাড়া।

উল্লেখ্য, নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে টানা ৪,৩৯৯ দিন দায়িত্ব পালন করে জওহরলাল নেহরুর রেকর্ডও ছাপিয়ে গিয়েছেন মোদি। এই বিশেষ সাফল্যকে তিনি 'বিশ্বাস, বিকাশ ও জনকল্যাণের ১২ বছর' হিসেবে বর্ণনা করে দেশবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ফিট ইন্ডিয়ার বার্তা দিতে সিতাইয়ে সাইকেল মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন

সিতাই: 'ফিট ইন্ডিয়া' কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বিশ্ব সাইকেল দিবস উদযাপন করল সিতাই ব্লক প্রশাসন। ৭ জুন, রবিবার সকাল ৯টা নাগাদ সিতাই ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসের প্রাঙ্গণ থেকে একটি বর্ণাঢ্য সাইকেল যাত্রার সূচনা হয়। মিছিলটি সিতাই বাজার পরিক্রমা করে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও পরিবেশ রক্ষার বার্তা ছড়িয়ে দেয়।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সাইকেল চালানোর উপকারিতা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরতেই এই বিশেষ উদ্যোগ করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে ব্লক প্রশাসনের আধিকারিক ও কর্মী ছাড়াও এলাকার বিভিন্ন স্তরের সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন।

এই উপলক্ষে সিতাই ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তী বলেন, "মানুষের শরীর সুস্থ রাখতে সাইকেল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব একটি যান। বর্তমানে মানুষ সময় বাঁচানোর তাগিদে স্কুটি ও মোটরবাইক ব্যবহারের দিকে বেশি ঝুঁকছেন, যার ফলে বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই পরিবেশ রক্ষা এবং সুস্থ জীবনযাপনের স্বার্থে দৈনন্দিন জীবনে সাইকেল চালানোর অভ্যাস গড়ে তোলা অত্যন্ত প্রয়োজন।"

তিনি আরও জানান, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ নির্দেশনায় এই বিশ্ব সাইকেল দিবস পালন করা হয়েছে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্যই হলো সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং পরিবেশবান্ধব পরিবহণ ব্যবহারে উৎসাহ জোগানো। সেদিনের অনুষ্ঠান ঘিরে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। সাইকেল মিছিলের মাধ্যমে সুস্থ জীবন, সবুজ পরিবেশ এবং দূষণমুক্ত সমাজ গঠনের বার্তা সিতাইবাসীর কাছে সফলভাবে পৌঁছে দেওয়া হয়।

মাথায় চোট, হাসপাতালে অশোক ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: নিজের বাড়িতে পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর চোট পেলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা শিলিগুড়ি পুরসভার প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য। ৬ জুন, শনিবার এই দুর্ঘটনার পর তড়িঘড়ি তাঁকে শিলিগুড়ির একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে তাঁকে মাটিগাড়া সংলগ্ন অন্য একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, পড়ে যাওয়ার কারণে এই প্রবীণ সিপিএম নেতার মাথা ফেটে যায় এবং সেখানে ছয়টি সেলাই পড়েছে। হাসপাতালের তরফে তাঁর সিটি স্ক্যানসহ বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষা করা হয়। বামফ্রন্টের জেলা আহ্বায়ক জীবেশ সরকার জানিয়েছেন, অশোক ভট্টাচার্যের শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল।

রাভার হাতে নারী ও শিশু কল্যাণ, সামাজিক উন্নয়ন ও স্বনির্ভর গোষ্ঠী দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: তুফানগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক মালতী রাভা রায় পেলেন রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ, সামাজিক উন্নয়ন এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্ব। উত্তরবঙ্গের এই দাপুটে আদিবাসী নেত্রী ৯০-এর দশক থেকে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক মালতীদেবী ও তাঁর স্বামী ইন্দ্র মোহন রাভা দুজনেই দলের জেলা সভাপতি হিসেবে কাজ করেছেন। ২০২১ সালে প্রথমবার বিধায়ক হওয়ার পর, ২০২৬-এর নির্বাচনে তৃণমূলের শিবশঙ্কর পালকে ৩১ হাজার ভোটে হারিয়ে তিনি পুনরায় জয়ী হন। সঙ্ঘ ঘনিষ্ঠ এই নেত্রীর উপরেই এবার রাজ্যের নারী সুরক্ষার বড় দায়িত্ব দিল নতুন বিজেপি সরকার।

জেলা কংগ্রেসে দ্বন্দ্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: ফের বিতর্কের মুখে জেলা কংগ্রেস। সূত্রের খবর, সেবা দলের দুই প্রতিনিধির মধ্যে একজনকে বহিষ্কার এবং অপরজনকে শোকজ করা হয়েছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত ৭জুন রবিবার সাংবাদিক সম্মেলন করেন উভয় প্রতিনিধি।

সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁরা জেলা কংগ্রেস সভাপতির বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলেন। তাঁদের দাবি, সংগঠনের নির্ধারিত বৈঠক বানচাল করার উদ্দেশ্যে জেলা সভাপতির নির্দেশেই সভাস্থলের গেটে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে বলেও তাঁরা অভিযোগ করেন।

এছাড়াও, দলের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্ট করা হচ্ছে এবং বিরোধী মতকে দমন করার চেষ্টা চলছে বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা। জেলা নেতৃত্বের ভূমিকার সমালোচনা করে বিষয়টি প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের নজরে আনার দাবি জানান তাঁরা।

যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে জেলা কংগ্রেস সভাপতির প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ঘটনার পর থেকে কোচবিহার জেলা কংগ্রেসে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে।

পাওয়ার গ্রিড প্রকল্পে ভর্তুকি বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন

মাথাভাঙ্গা: পাওয়ার গ্রিড প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণে সরকারি ভর্তুকি বিতরণে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন পূর্ব বালাসি ও সংলগ্ন এলাকার শতাধিক ভূমিহারা। গত ৬জুন শনিবার পূর্ব বালাসি, উত্তর দইভাঙ্গি, পশ্চিম বালাসিসহ বিভিন্ন গ্রামের প্রায় ৭০০ জন মানুষ একত্রিত হয়ে বর্তমান গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বাড়ি ঘেরাও করে প্রতিবাদ জানায়।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, প্রকল্পের জন্য জমি প্রদানকারী ১১৩ জন প্রকৃত জমিদাতার মধ্যে মাত্র ১১ জনই সরকারি ভর্তুকির অর্থ পেয়েছেন, বাকি ১০২ জন এখনও পর্যন্ত কোনও আর্থিক সহায়তা পাননি। প্রকৃত প্রাপকদের বঞ্চিত করে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের নাম জমির নথিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে সরকারি ক্ষতিপূরণ ও ভর্তুকির টাকা তাঁদের হাতে পৌঁছায়নি বলে অভিযোগ করেন তাঁরা।

স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, প্রকল্পের কাজ শুরুর আগে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে জমির পাট্টা ও ভূমি রেকর্ডে একাধিক পরিবর্তন আনা হয়। এর ফলে প্রকৃত জমির মালিকরা সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। তাঁদের আরও অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বিরোধী মতের মানুষের উপর চাপ ও ভয়ভীতি সৃষ্টি করা হয়েছে এবং রাজনৈতিক পরিচয়ের ভিত্তিতে সরকারি সুবিধা বণ্টনে বৈষম্য করা হয়েছে।

বিক্ষোভকারীরা অবিলম্বে প্রকৃত ভূমিহারাদের বকেয়া ভর্তুকির অর্থ পরিশোধ, ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপের দাবি জানান। এছাড়া ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কয়েকজন কর্মীর ভূমিকাও তদন্তের আওতায় আনার দাবি তুলেছেন।

তবে এ বিষয়ে অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। প্রশাসনের তরফ থেকেও আনুষ্ঠানিক মন্তব্য আসেনি। ফলে পাওয়ার গ্রিড প্রকল্পকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও তীব্র হয়েছে।

জেলাজুড়ে একাধিক ক্ষেত্রে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগে বিক্ষোভ

পাওনা টাকা ফেরতের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: পাওনা টাকা ফেরতের দাবিতে তৃণমূল নেতা পার্থপ্রতিম রায়ের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ৭ জুন রবিবার কোচবিহারের জিরানপুর এলাকার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

অভিযোগ, বিভিন্ন আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে তাঁদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নেওয়া হয়েছিল, যা দীর্ঘদিন ধরে ফেরত দেওয়া হয়নি। বারবার আবেদন জানিয়েও কোনো সুরাহা না হওয়ায় বাধ্য হয়েই তাঁরা সেদিন একত্রিত হয়ে পার্থপ্রতিম রায়ের বাড়ির সামনে স্লোগান দেন

এবং দ্রুত টাকা ফেরতের দাবি জানান।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় প্রশাসনের কড়া নজরদারি ছিল। তবে এই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা পার্থপ্রতিম রায়ের কোনো প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে আন্দোলন আরও বড় করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী।

মাথাভাঙ্গায় প্রধানের পদত্যাগ দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন

নয়ারহাট: আবাস যোজনার কাটমানি ফেরত, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের অভিযোগে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের হাজরাহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান রূপা সরকারের পদত্যাগ দাবিতে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি ও স্থানীয়রা। ৬ জুন, শনিবার মহিমেরকুটি বুথে প্রধানের বাড়ির সামনে প্রায় এক ঘণ্টা বিক্ষোভ চলে। অভিযোগ, প্রধানের স্বামী সর্বানন্দ রায় বিশ্বাস ক্ষমতার অপব্যবহার করে কাটমানি ও পাওয়ার গ্রিডের জমিদাতাদের ক্ষতিপূরণের টাকা আত্মসাৎ করেছেন। তবে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

আবাস যোজনার কাটমানি ফেরতের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন

বুড়িরহাট: প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনা প্রকল্পে ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে জোরপূর্বক অর্থ আদায়ের অভিযোগে বুড়িরহাট ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭/৫৬ নম্বর বুথ এলাকায় উত্তেজনা ছড়াল। অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দু স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য রঞ্জন বর্মন।

গত ৬জুন শনিবার দুপুরে বাসন্তীরহাট বাজার সংলগ্ন এলাকায় তাঁর বাড়ির সামনে বিক্ষোভে অংশ নেন স্থানীয়রা। অভিযোগ, সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বহু উপভোক্তার কাছ থেকে অর্থ নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর পাওয়ার ক্ষেত্রে এই অভিযোগে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, যাঁদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে, সেই অর্থ দ্রুত ফেরত দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা ফেরত না দিলে তাঁরা প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানাবেন। প্রয়োজন আরও বড় আন্দোলনের পথেও হাঁটবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে পঞ্চায়েত সদস্য রঞ্জন বর্মনের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক চাপানউতোর।

কোচবিহার-২ ব্লকে বেহাল জেডি হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত কোচবিহার-২ ব্লকের মহিষবাথানের মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ হাসপাতালটি বর্তমানে তীব্র পরিকাঠামো সংকটে ভুগছে। এটি লোকমুখে জেডি হাসপাতাল নামে পরিচিত। ২০৪ শয্যা এবং ৫০ বিঘা জমির এই হাসপাতালটিতে ১ জন সুপার ও ৫ জন চিকিৎসক থাকার কথা থাকলেও, বর্তমানে মাত্র ২ জন চিকিৎসক দিয়ে কোনওমতে পরিষেবা চলছে।

সীমানা প্রাচীর না থাকায় হাসপাতাল চত্বরে গোরু-ছাগল ঘুরে বেড়ায় এবং সামান্য বৃষ্টিতেই চারপাশ জলমগ্ন হয়ে মশা-মাছির উপদ্রব বাড়ে। প্রতিদিন গড়ে ২০০ রোগী এখানে এলেও এক্স-রে মেশিন বিকল থাকায় তাঁদের কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালে ছুটতে হয়। বর্তমানে এখানে ৩০ জন যক্ষ্মা ও ৫ জন ডায়রিয়া রোগী চিকিৎসাধীন। দীর্ঘদিন ধরে স্বাস্থ্য দপ্তরে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে চিকিৎসকদের অভিযোগ।

তবে রাজ্যে সাম্প্রতিক পালাবদলের পর হাসপাতালটির হাল ফেরার আশা দেখছেন এলাকাবাসী। রাজ্যের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী মালতী রাভা রায় এবং স্থানীয় বিধায়ক সুকুমার রায় আশ্বাস দিয়েছেন যে, নতুন সরকার এই হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়ন, পর্যাপ্ত চিকিৎসক নিয়োগ এবং সমস্ত পরিষেবা চালুর ব্যাপারে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে।

চাকরির নামে টাকা নেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: চাকরি দেওয়ার নামে বিপুল পরিমাণ কাটমানি নেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কোচবিহারের একাধিক এলাকা। সিতাইয়ের তৃণমূল বিধায়ক সঙ্গীতা রায় এবং কোচবিহারের তৃণমূল সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়ার বাড়ির সামনে বিক্ষোভে শামিল হন স্থানীয়রা।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, চাকরি ও বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চাকরি বা সুবিধা না মেলায় ক্ষোভ জমতে থাকে স্থানীয়দের মধ্যে।

গত ৭জুন রবিবার সেই ক্ষোভই প্রকাশ্যে আসে। বিক্ষোভকারীদের হাতে ছিল 'চোর' লেখা প্ল্যাকার্ড। পাশাপাশি 'চোর চোর' স্লোগানে সরব হয়ে ওঠেন তাঁরা। অভিযোগ, সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে চাকরি ও সরকারি সুযোগ-সুবিধার আশায় বহু মানুষ টাকা দিলেও সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি বলে দাবি বিক্ষোভকারীদের।

তাঁদের দাবি, যাঁদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে তাঁদের প্রত্যেককে দ্রুত টাকা ফেরত দিতে হবে। পাশাপাশি পুরো ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও তোলেন তাঁরা।

ঘটনার খবর দ্রুত এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলেও পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ঘটনার পর রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।

নাজিরহাটে উপপ্রধানের বাড়িতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: সরকারি প্রকল্পের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠল নাজিরহাট এলাকা। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাসহ বিভিন্ন সরকারি সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নামে উপভোক্তাদের কাছ থেকে বেআইনিভাবে 'কাটমানি' নেওয়ার অভিযোগে শুক্রবার, ৫ ফেব্রুয়ারি তীব্র বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দা ও বিজেপি নেতৃত্ব।

বিক্ষোভকারীদের সরাসরি অভিযোগ স্থানীয় তৃণমূল উপপ্রধান রেহানা সুলতানা এবং বুথ সভাপতি মেজানুর রহমানের বিরুদ্ধে। ঐদিন বিজেপির পতাকা হাতে আন্দোলনকারীরা অভিযুক্ত উপপ্রধানের বাড়ির সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়। বিক্ষোভকারীদের দাবি, গরিব মানুষের কাছ থেকে নেওয়া টাকা অবিলম্বে ফেরত দিতে হবে এবং এই দুর্নীতির তদন্ত করতে হবে। তবে এই বিষয়ে অভিযুক্তদের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

পূর্বোত্তর
১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ১২, কোচবিহার, শুক্রবার, ১২ জুন- ২৫ জুন, ২০২৬

সম্পাদকের কলমে...

কোর্টের রায় কি এক চিলতে সান্ত্বনা?

পথ দুর্ঘটনায় মৃত এক গৃহবধূর ক্ষতিপূরণ মামলার প্রেক্ষিতে দেশের সর্বোচ্চ আদালত গৃহবধূদের বলেছেন 'জাতি গঠনকারী'। তাই দুর্ঘটনায় তাঁদের মৃত্যু হলে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁদের কাল্পনিক মাসিক আয় অন্তত ৩০,০০০ টাকা ধরে হিসাব করতে হবে। লিঙ্গবৈষম্য এবং পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার দেওয়ালে ধাক্কা দেওয়ার জন্য এই রায় নিশ্চিতভাবেই প্রশংসনীয়। কিন্তু এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের গভীরে তাকালে কিছু রূঢ় বাস্তব এবং আইনি ব্যবস্থার খামতিও সামনে চলে আসে, যার তীব্র সমালোচনা প্রয়োজন।

এই মামলার সবচেয়ে দুঃখজনক দিক হলো এর সময়কাল। ২০০১ সালের নভেম্বরের এক দুর্ঘটনার চূড়ান্ত মীমাংসা হতে সময় লাগল দীর্ঘ ২৫ বছর, যার মধ্যে ২২ বছর মামলাটি স্রেফ পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে ঝুলে ছিল। সুপ্রিম কোর্ট ক্ষতিপূরণ ৮.৪ লাখ থেকে বাড়িয়ে ৬৩ লাখ টাকা করলেও, যে পরিবারটি ২৫ বছর ধরে আদালতের চত্বরে চপ্পল ক্ষয় করল, তাঁদের মানসিক যন্ত্রণার ক্ষতিপূরণ কে দেবে?

আদালত আক্ষেপ করে বলেছে, দেশের জিডিপিতে নারীদের অবৈতনিক গৃহস্থালির কাজের অবদান প্রায় ১৫-১৭ শতাংশ। প্রশ্ন হলো, একজন নারী বেঁচে থাকতে কেন সমাজ বা রাষ্ট্র তাঁর এই বিশাল অবদানকে আর্থিক মূল্য দেয় না? তিনি দুর্ঘটনায় মারা গেলেই কেবল কেন তাঁর কাজের মূল্য ৩০,০০০ টাকা ধরা হবে? বেঁচে থাকতে গৃহবধূদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বা তাঁদের কাজের সরাসরি কোনও আর্থিক মূল্যায়নের পরিকাঠামো রাষ্ট্র আজও তৈরি করতে পারেনি এটি আমাদের ব্যবস্থার এক বড় ব্যর্থতা।

এতদিন ট্রাইব্যুনালগুলো গৃহবধূর মাসিক আয় মাত্র ৩,০০০ টাকা ধরে হিসাব করত। আদালত এবার সেই মানসিকতা বদলাতে বললেও বাস্তবে কি আমাদের সমাজ বদলাবে? মুখে গৃহবধূদের 'দেবী' বা 'দেশ নির্মাতা' বলে মাথায় তোলা আর বাস্তবে তাঁদের খাটনিকে অবহেলা করা, এই দ্বিচারিতাই সমাজের আসল রূপ। সুপ্রিম কোর্টের এই ৩০,০০০ টাকার গাইডলাইন বড় জোর আদালতের কাগজ-কলমে বা বিমা কোম্পানিতেই কার্যকর হবে; কিন্তু সাধারণ পরিবারে নারীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কতটা বদলাবে, তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়।

সুপ্রিম কোর্টের এই রায়কে আমরা স্বাগত জানাই, কারণ এটি অন্তত আইনি পরিভাষায় গৃহবধূদের 'অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল বা বেকার' তকমা থেকে মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু ২৫ বছরের দীর্ঘ আইনি লড়াই প্রমাণ করে যে আমাদের বিচারব্যবস্থা কতটা পঙ্গু। শুধু আদালত ঘরের চার দেওয়ালে গৃহবধূদের 'জাতি গঠনকারী' তকমা দিলেই হবে না; যতক্ষণ না দেশের আইন, প্রশাসন এবং প্রতিটি পরিবার নারীদের এই নিঃস্বার্থ পরিশ্রমকে বেঁচে থাকা অবস্থায় সমান মর্যাদা ও অর্থনৈতিক অধিকার দিচ্ছে, ততক্ষণ এই ধরনের রায় কেবলই কাগজের দলিল হয়ে থেকে যাবে।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক: সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকরী সম্পাদক: দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহকারী সম্পাদক: কঙ্কনা বালো মজুমদার, দুর্গাশ্রী মিত্র, শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য, রাহুল রাউত
ডিজাইনিং ও গ্রাফিক্স: ভজন সূত্রধর, শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য, সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন অধিকারিক: রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক: মিঠুন রায়

পশ্চিমবঙ্গে মেধা-পাচার, রাজ্যের উন্নয়নের পথে নীরব সংকট

দেবাশীষ চক্রবর্তী

একসময় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত পশ্চিমবঙ্গ আজ এক গভীর সংকটের মুখোমুখি—'মেধা-পাচার'। রাজ্যের মেধাবী ছাত্রছাত্রী, গবেষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী এবং দক্ষ পেশাজীবীদের একটি বড় অংশ উন্নত শিক্ষা, গবেষণা ও আকর্ষণীয় কর্মসংস্থানের খোঁজে অন্য রাজ্য কিংবা বিদেশে চলে যাচ্ছেন। ফলে রাজ্য প্রতিনিয়ত হারাচ্ছে তার মূল্যবান মানবসম্পদ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, মেধা-পাচার হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে উচ্চশিক্ষিত ও দক্ষ মানুষ নিজেদের কর্মজীবন ও ভবিষ্যৎ উন্নয়নের লক্ষ্যে নিজ রাজ্য বা দেশ ছেড়ে অন্যত্র স্থায়ীভাবে বসবাস ও কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বহু তরুণ-তরুণী উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করার পরই বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, পুনে, দিল্লি, মুম্বই কিংবা বিদেশের বিভিন্ন শহরে পাড়ি দিচ্ছেন।

এই প্রবণতার পেছনে রয়েছে একাধিক কারণ। রাজ্যে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের অভাব, বৃহৎ শিল্প বিনিয়োগের ঘাটতি, গবেষণা ও উদ্ভাবনের সীমিত সুযোগ, তুলনামূলক কম বেতন এবং আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর কর্মক্ষেত্রের স্বল্পতা তরুণ প্রজন্মকে রাজ্যের বাইরে যেতে বাধ্য করছে। ফলে বহু মেধাবী যুবক-যুবতী নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়তে পশ্চিমবঙ্গের বাইরেই স্থায়ী ঠিকানা বেছে নিচ্ছেন।

মেধা-পাচারের প্রভাব শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নয়; এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ছে গোটা রাজ্যের অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থার ওপর। দক্ষ ও শিক্ষিত জনশক্তি কমে গেলে নতুন শিল্প গড়ে তোলা, গবেষণার সম্প্রসারণ, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রগুলো সংকুচিত হয়ে পড়ে। দীর্ঘমেয়াদে এটি রাজ্যের সামগ্রিক প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতাকে দুর্বল করে দিচ্ছে।

গ্রামীণ পশ্চিমবঙ্গেও এই সমস্যা ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। জেলাস্তরের বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষার জন্য বড় শহরে চলে যাচ্ছেন। পড়াশোনা শেষ হওয়ার পর তাঁদের অনেকেই আর নিজ এলাকায় ফিরে আসছেন না। ফলে গ্রামাঞ্চলে দক্ষ মানবসম্পদের তীব্র অভাব দেখা দিচ্ছে এবং স্থানীয় উন্নয়নের গতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদদের মতে, এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্যে শিল্পায়নের গতি বাড়ানো, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, গবেষণা পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ এবং নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা প্রয়োজন। পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করলে শিক্ষিত যুবসমাজের জন্য রাজ্যেই উন্নত ক্যারিয়ার গড়ার পথ তৈরি হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের সামনে আজ সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো নিজের মেধাবী প্রজন্মকে রাজ্যের উন্নয়নের কাজে যুক্ত রাখা। কারণ যে রাজ্য তার মেধাকে ধরে রাখতে পারে, সেই রাজ্যই ভবিষ্যতের অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে এগিয়ে থাকে। তাই মেধা-পাচার রোধে এখনই কার্যকর ও সুদূরপ্রসারী উদ্যোগ গ্রহণ সময়ের দাবি।

'সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল!'

মলয় রায়

শুরু হয়ে গিয়েছে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা আর মেক্সিকোর সবুজ মাঠে যখন বল গড়াতে শুরু করেছে, তখন হাজার হাজার মাইল দূরে এই পশ্চিমবঙ্গের আনাচে-কানাচে বুকের ভেতর এক চেনা শিহরণ জাগছে। বাঙালি আর ফুটবল, এ তো শুধু দুটো শব্দ নয়, এ যেন এক নাড়ির টান! ক্রিকেট নিয়ে দেশজুড়ে যত মাতামাতিই থাক না কেন, চার বছর অন্তর এই মরশুমটা এলেই বোঝা যায়, বাঙালির হৃদস্পন্দনে ফুটবল কতটা জীবন্ত, কতটা আপন।

কলকাতা তো বটেই, উত্তরবঙ্গের কোচবিহারের মতো শান্ত, ঐতিহ্যবাহী শহরে কান পাতলেই এখন শোনা যায় চেনা সেই গুঞ্জন। পাড়ার মোড়ে হোক বা টিউশনের ব্যাচ সব জায়গার বাতাস এখন ফুটবলের চেনা সুবাসে ভারী। কার হাতে উঠবে সোনার ট্রফি? মাঝরাতে প্রিয় দলের জয়ে বুক ফেটে যাওয়া চিৎকার আর পরের দিন চায়ের কাপে তুফান তোলার সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো আবার ফিরে এসেছে।

শহরের স্পোর্টসের দোকানগুলোতে এখন আবেগ উপচে পড়ছে। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা বা পর্তুগালের একটা জার্সির জন্য মানুষের কী ব্যাকুলতা! ঘরের চালে পতপত করে উড়ছে প্রিয় দেশের পতাকা। পাড়ায় পাড়ায় বিশালাকার কাট-আউট লাগানোর এই যে পাগলামি এ তো শুধু খেলা নয়, এ এক নিখাদ ভালোবাসা।

বাঙালির এই ফুটবল প্রেমের ভেতরে লুকিয়ে থাকে একটা পরম মায়া। কিছু মানুষ যখন কচিকাঁচাদের হাতে একটা ফুটবল তুলে দেন, তখন লক্ষ্যটা শুধু খেলা থাকে না; থাকে মোবাইল স্ক্রিনের আড়াল থেকে শৈশবকে টেনে এনে আবার সবুজ ঘাসের ছোঁয়া দেওয়ার আকুতি।

পাড়ার মোড়ে প্রজেক্টরের আলোয় যখন বড় থেকে ছোট একসঙ্গে মেতে ওঠেন, তখন সব দূরত্ব মুছে গিয়ে তৈরি হয় একটা বড় পরিবার। এমনকি প্রিয় দলের জয়ের প্রার্থনায় কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরের চাতালে যখন কেউ এসে দাঁড়ান, তখন ঈশ্বর আর ফুটবল মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

পশ্চিমবঙ্গের এই ফুটবল সংস্কৃতি কেবল খেলা দেখার অভ্যাস নয়; এটি আমাদের উৎসব, একসঙ্গে বাঁচতে শেখার এক পরম মাধ্যম। লাতিন আমেরিকার সাম্বা বা ইউরোপীয় ফুটবলের ছন্দে বাঙালি যেভাবে নিজের প্রতিদিনের সুখ-দুঃখকে মিলিয়ে দেয়, তা পৃথিবীর আর কোথাও খুঁজে পাওয়া ভার। আগামী একটা মাস তাই বাঙালির কাছে শুধুই ফুটবল নয়, এক চিরন্তন আবেগের মহোৎসব।

এমআইএফএফ ২০২৬-এ অসমের 'হরিনারায়ণ' ও 'পত্রলেখা'

চলচ্চিত্র জগতে উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য গৌরবের খবর। আগামী ১৫ থেকে ২১ জুন মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলা মর্যাদাপূর্ণ মুম্বাই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, তথা এমআইএফএফ ২০২৬-এর জাতীয় প্রতিযোগিতা বিভাগে নির্বাচিত হয়েছে অসমের দুটি বিশেষ চলচ্চিত্র— প্রামাণ্যচিত্র 'হরিনারায়ণ' এবং স্বল্পদৈর্ঘ্যের কথাসাহিত্য নির্ভর চলচ্চিত্র 'পত্রলেখা'। দক্ষিণ এশিয়ার তথ্যচিত্র, স্বল্পদৈর্ঘ্য ও অ্যানিমেশন চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রাচীন ও বৃহৎ এই উৎসবে স্থান পেয়ে ছবি দুটি জাতীয় স্তরে অসমীয়া সিনেমার গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

'আসাম ডাউন টাউন ইউনিভার্সিটি' প্রযোজিত 'হরিনারায়ণ' এই বছর প্রতিযোগিতা বিভাগে স্থান পাওয়া অসমের একমাত্র প্রামাণ্যচিত্র। অধ্যাপক উৎপল দত্তের চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় নির্মিত এই ছবিটি আধুনিক অসমীয়া শিক্ষা, প্রকাশনা ও সাহিত্য সংরক্ষণের অন্যতম পথপ্রদর্শক হরিনারায়ণ দত্ত বরুয়ার জীবন ও অনন্য অবদানের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। শ্রীমন্ত

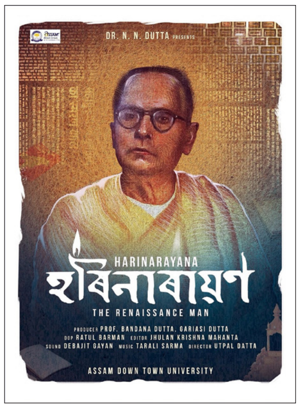

শংকরদেবের সম্পূর্ণ রচনা সংকলন 'শ্রীশ্রী শংকরদেব বাক্যামৃত' প্রকাশ করে তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। চলচ্চিত্রটিতে তাঁর এই সাংস্কৃতিক অবদানকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যা ইতিপূর্বেই বরাক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা প্রামাণ্যচিত্রের পুরস্কার লাভ করেছে।

অন্যদিকে, নম্রতা দত্ত পরিচালিত স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র 'পত্রলেখা' কিংবদন্তি অসমীয়া সাংস্কৃতিক আইকন ড. ভূপেন হাজারিকার জন্মশতবার্ষিকীর প্রাক্কালে একটি অনন্য শ্রদ্ধাঞ্জলি। তাঁর বিখ্যাত গান "তোমার দেখোঁ নাম পত্রলেখা"-র কাব্যিক নির্যাস থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে গল্পটি সাজানো হয়েছে। একটি হাতে লেখা চিঠিরকে কেন্দ্র করে ছবিটিতে আধুনিক সমাজের পরিযান, একাকীত্ব, দ্রুত নগরায়ণ এবং পারিবারিক সম্পর্কের টানাপোড়েন তুলে ধরা হয়েছে। প্রধান চরিত্রে নন্দিনী বরুয়ার সংবেদনশীল অভিনয় এবং রূপম ভূঁইয়ার কণ্ঠে পুনর্নির্মিত গানটি ছবিটিকে এক ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। এর আগে গোয়ার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবেও ছবিটি প্রশংসিত হয়েছিল। ভারতের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীনস্থ এনএফডিসি আয়োজিত এই উৎসবে অসমের এই জোড়া সাফল্য আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে সেলুলয়েডে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তরুণ নির্মাতাদের আগামী দিনে আরও অনুপ্রাণিত করবে।

সাহেব বাড়ির রহস্য

শ্রীজি ঘোষ

-কলিঙ্গঘাঁটি?

-হ্যাঁ! ওড়িশার কান্ধামাল জেলার ফুলবানী গ্রামে।

-হঠাৎ ওখানে যাওয়া ঠিক করলি যে? নিশ্চয়ই কোনো রহস্যের গন্ধ পেয়েছিস?

-ঠিক তাই! বুঝলি অসীম, এবার এক প্রায় পাঁচশো বছর পুরোনো ব্রিটিশ বাড়ির সন্ধান পেয়েছি! শুনেছি, সে বাড়ি এখন ডাকবাংলোয় পর্যবসিত হয়েছে অথচ কেউ রাত কাটাতে পারেনা!

-সে কি? কেন?

-সঠিকভাবে কিছু জানিনা! শুধু জানি যে, এক ব্রিটিশ অফিসার সেই যুগে বাড়িটি বানিয়েছিল। তারপর ডাকাতের হানা পড়ে এক রাতে; বেঘোরে প্রাণ যায় সাহেবের। তার আত্মা নাকি কাউকে ও বাড়িতে এখন টিকতে দেয় না। আমার চিন্তার বিষয় সেটা নয়! শুনেছি ওই বাড়ির বেসমেন্টে কিছু এমন মুল্যবান বস্তু আছে যার নাগাল পাওয়ার চেষ্টা অনেকেই করেছে। কিন্তু অদ্ভুতভাবে সবাই নিখোঁজ হয়ে গেছে, যাদের সন্ধান আর কোনভাবেই পাওয়া যায়নি পরবর্তীতে।

কলকাতা থেকে কলিঙ্গ ঘাঁটি ৬৪৯ কিমি, গাড়িতে ১৩ঘন্টা। বেড়িয়ে পড়লো সৈকতের গাড়ি নিয়ে দুই বন্ধু অজানা রহস্যের সন্ধানে!

ডাকবাংলো তো বান্ধ হো গয়া কাবকা! - একজন বয়স্ক লোক এসে দাঁড়িয়েছে গেটে।

-এত রাতে কোথায় যাব তাহলে?

-আপলোগ বাপাস শেহের কি তরাফ যাইয়ে; ইহা আসপাস কোই জাগাহ্ নেহি হে!

-ঠিক হে কাকা আপ জাইয়ে! ধান্যবাদ!

নাছোড়বান্দা দুই বন্ধুই রহস্যের খোঁজে এতদূর এসে ফিরে যাবে? কখনো না! পাঁচিল টপকে ভেতরের জঙ্গল-বাগান পার করে সুবিশাল রাজকীয় গড়িমায় তৈরি বাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। জং পড়া তালা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে টর্চ জ্বালিয়ে যা দেখলো; বিশাল হলঘরে দাঁড়িয়ে দুপাশ দিয়ে ওপরে যাওয়ার সিঁড়ি উঠে গেছে। যদিও ওদের দরকার বেসমেন্ট, তাই সিঁড়ির পেছন দিকটা দিয়ে এগিয়ে গেল আর ঠিক রান্নাঘরের পাশ দিয়ে সরু একটা দরজা দেখা গেল। নীচের দিকে সিঁড়ি নেমে গেছে।

দুটো মোমবাতি জ্বালিয়ে দরজার কোনায় রেখে নেমে গেল দুই বন্ধু বেসমেন্টে। সিঁড়ির ঠিক শেষে এসে চারিদিকে আলো ফেলে দেখলো; চারিদিকে অজস্র বইয়ের আলমারি, টেবিলগুলোতে ল্যাবরেটরির বিকার,আর্লেনমেয়ার ফ্লাস্ক, বিউরেট, পিপেট সব ছড়ানো। আর ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে তীর্যক একটা আলোকরশ্মি এসে যে জায়গাটায় পড়ছে, ঠিক সেইখানে একটা টেবিলের ওপর চৌকোনা বাক্স রাখা, কারুকার্য ঝকঝক করছে সেই আলোতে!

-দাঁড়া অসীম!

সৈকত বাঁধা দিয়ে বললো - যদি কোনো মহামূল্যবান বস্তু থাকে ওর মধ্যে তাহলে সেটা এতো খোলামেলাভাবে ফেলে রাখা কেন! আর লক্ষ্য করে দ্যাখ, কোনো তালা নেই! এবার মেঝের দিকটা দ্যাখ। দাবার ছক সাদাকালো ঘরগুলো ভালো করে লক্ষ্য করে দ্যাখ, একটু উঁচুনিচু!

হাতের টর্চটা দিয়ে সমান খোপটায় জোরে চাপ দিল সৈকত! না কোনোদিকে কিছু হল না, এক ঘর এগিয়ে দাঁড়ালো! এবার ইচ্ছে করেই অসীমকে – 'ভাই নিচু হয়ে যা' বলে উঁচু খোপটায় জোরে চাপ দিল সৈকত। সঙ্গে সঙ্গে পাথর সরে গেল নীচে টর্চ ফেলে দেখতেই - কঙ্কালের হাড়গোড়, মাথার খুলি!

সৈকত অসীমের দিকে তাকিয়ে একটা অদ্ভুত হাসি দিল! সমান্তরাল ঘর ধরে এগিয়ে চলল বাক্সটার দিকে, পেছনে অসীম। বাক্সর সামনে পৌঁছে ভালো করে দেখল, কি এক নীল লাল ছটার আভা ছড়িয়ে পড়ছে বাক্সটার গা থেকে!

-অসীম! গ্লাভসগুলো বের কর!

দুজনেই আঁটোসাঁটোভাবে গ্লাভস পরে নিল! সৈকত একবার অসীমের দিকে তাকিয়ে বুকভরে শ্বাস নিয়ে বাক্সটায় হাত রাখল, দুজনের চোখ, শ্বাস প্রায় বন্ধ। অবশেষে প্রায় পাঁচ মিনিট ঘড়ি দেখে দাঁড়িয়ে থেকে বলল

– 'বন্ধু বিপদ কেটে গেছে'!

বাক্সর ঢালা খুলে যা দেখলো, তাতে দুজনের চোখ প্রায় ঝলসে যায় - কোহিনুর সমান এক বিশাল হিরে আর রং তার লাল রক্তবর্ণ! দুই বন্ধু স্তম্ভিত! বাক্সটা নিয়ে বেরিয়ে আসার পথে সৈকতের পা পিছলে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে উঁচু কালো খোঁপটায় পা পরতেই ঘড়ঘড় বিকট শব্দে একটা পাথরের দেয়াল নেমে আসছে বেসমেন্টের সিঁড়ির কাছে!

'দৌড় লাগা, অসীম পালা!' - কোনওরকমে সেই দেওয়ালের নীচ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলো দুজন! এবার নিখোঁজ হওয়ার রহস্য! আর এই বাক্সের গায়ে মর্টেম শেড বলে এক কেমিক্যাল আছে, যা খালি হাতে ছুঁলে সেই ব্যক্তির কয়েক মিনিটের মধ্যে মৃত্যু ঘটবে! 'এখন চল, কলকাতায় ফিরে যথাযথ কর্তব্য পালন'।

মিউজিয়ামের হাতে তুলে দেওয়া হয় এই অতি মূল্যবান রক্তবর্ণ হিরে। সকাল সকাল হাতে খবরের কাগজ নিয়ে – 'ভাই সৈকত দ্যাখ, আমাদের ফটো দিয়ে কাগজে আমাদের দুরন্ত রহস্য উদঘাটনের কথা বেরিয়েছে'!

'ইন্দ্রায়ুধ'-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে উত্তর খাপাইডাঙ্গার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নাট্য কর্মশালা

উত্তর খাপাইডাঙ্গা পঞ্চম পরিকল্পনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগে এবং নাট্যসংস্থা 'ইন্দ্রায়ুধ'-এর সহযোগিতায় গত ৮ জুন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও নাটক প্রদর্শিত হয়। নাট্যপরিচালক অমিত ঘোষের পরিচালনায় শিক্ষার্থীরা অভিনয়ের পাঠ নেয় এবং শেষে তাদের শংসাপত্র দেওয়া হয়। এদিন ইন্দ্রায়ুধ-এর প্রযোজনায় 'একটি কুকুরের শ্রেণি চরিত্র' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

ঐদিন 'ইন্দ্রায়ুধ, কোচবিহার'-এর ৫৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সংগঠনের সদস্যরা শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের জন্য বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের হাতে একটি বুক সেলফ উপহার হিসেবে তুলে দেন। সাংস্কৃতিক চেতনা ও সমাজসেবার এই মেলবন্ধন এলাকায় বেশ প্রশংসিত হয়েছে।

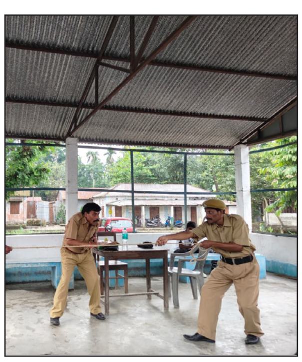

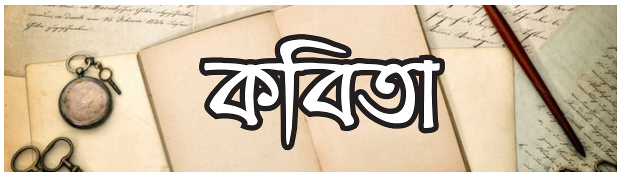

জামাইষষ্ঠী

অঙ্কিতা চন্দ

বিষ্ণুপুরের কেষ্টবাবু চলেন নিমন্ত্রণে,
ধনকুবের শ্বশুরবাড়ি, জানেন সর্বজনে।
কেষ্টবাবু কম নয় ভাই, থাকেন ঠাটে বাটে,
তাহার সমান বিষয়-আশয় আর নেই তল্লাটে।
গিলে হাতার পাঞ্জাবি আর মালকোঁচার ধুতি,
গলায় তাহার স্বর্ণহার আর কোলাপুরি চটি।
কেষ্টা যাবে শ্বশুরবাড়ি, ষষ্ঠী আছে তাই।
জামাই-আদর খাবেন সুখে, দুঃখ তাহার নাই।
এক হাতে তার দইয়ের হাঁড়ি, অন্য হাতে মাছ,
শাশুড়িও তৈরি নিয়ে বরণডালা আজ।
জামাই সে যে বড়ই লাজুক, খায় না তেমন কিছু,
ডজন খানেক আম চাই আর থোকা থোকা লিচু।
পোলাও, লুচি রাশি রাশি, সঙ্গে থাকুক একটু খাসি,
পান সাজবে শালিরা সব, জামাইবাবা ভীষণ খুশি।
শ্বশুরবাবার পকেট হল শূন্য গড়ের মাঠ,
শেষ হল আজ এইখানেতে জামাইষষ্ঠীর পাঠ।

স্মৃতির গন্ধ

ননিকা ধর

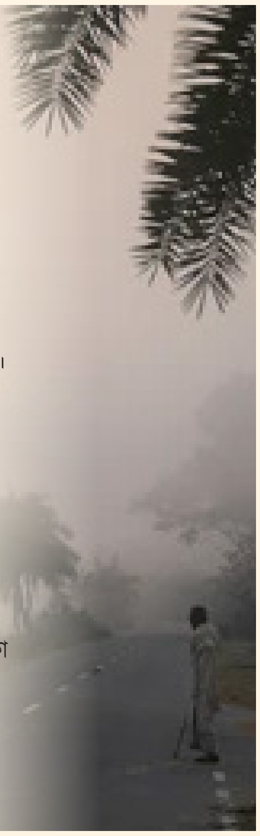

উঠোনের পাশে আমার শৈশব জুড়ে
শীত নেমেছিল।
একটু একটু করে নিয়ে যাচ্ছিল সময়
সোহাগের আলো।

আমার অনেককাল স্মৃতির গন্ধ
আস্বাদন করা হয়নি।
হাতড়ে বের করা হয়নি স্বাদের কোরক।
দেখা হয়নি মায়ের মুখ,
নিকোনো উঠোন।

একটু একটু করে ফিরে পেতে চাই
স্মৃতির স্বাদ।
উঠোন জুড়ে জ্বলত খড়কুটো,
উষ্ণ আলোয় ভরে উঠত চারপাশ।
উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কারো হাত—
আমি ছুটে যাই সেই পরিচিত পথে,
খুঁজতে থাকি মাটির ভেতর লুকিয়ে থাকা
দিনগুলোর মধুর স্পর্শ।

ততক্ষণ জেগে থাকে মন,
স্মৃতির কোমল আলোয়
আবার ফিরে পাই
নিজের হারানো আয়তন।

ভাবতে হয় কখনও

মৈত্রেয়ী বিশ্বাস

যে মানুষ তাঁর স্নানঘরে স্মৃতির জলে
নিজেকে ভিজিয়ে নেয়,
কোনো ম্লান আলোয় নিজেকে
ঢেকে রেখে দেয় হাজার বছর ধরে,
কোনো গুমনামি হেমন্তে
ছাতিম ফুল হয়ে ঝরে পড়ে
পরক্ষনেই সোঁদা হয়ে মিশে যায়

তাঁদের জীবন সংগ্রাম নিয়ে আমরা ভাবিনি
হয়তো ভাবনা আসবেও না কোনোদিন

আমরা বৃষ্টি নিয়ে ভাবি, ঝড় নিয়েও ভাবি
কিন্তু বৃষ্টি পরবর্তী শহরের অস্থিরতা নিয়ে ভাবিনা কখনও...

তোলাবাজির অভিযোগে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে লক্ষাধিক টাকা নেওয়ার অভিযোগে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল মালদার গাজোলে। সম্প্রতি টাকা ফেরতের দাবিতে প্রাক্তন বিধায়ক তথা তৃণমূল নেতা সুশীল রায়কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান একদল চাকরিপ্রার্থীর পরিবারের সদস্যরা। ঘটনাটি ঘটে গাজোলের কিষাণমান্ডি এলাকায়।

অভিযোগ, কয়েক বছর আগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরির আশ্বাস দিয়ে একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও চাকরি মেলেনি। সেই সঙ্গে টাকা ফেরত চেয়েও বারবার ব্যর্থ হতে হয়েছে বলে দাবি অভিযোগকারীদের।

চাকরিপ্রার্থীদের পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য, চাকরির প্রতিশ্রুতিতে তাঁরা লক্ষাধিক টাকা দিয়েছিলেন। পরে চাকরি না হওয়ায় টাকা ফেরতের দাবি জানানো হলেও তা ফেরত পাওয়া যায়নি। বহুবার যোগাযোগ করেও শুধু আশ্বাস ও টালবাহানা ছাড়া কিছু মেলেনি। সেই কারণেই তাঁরা টাকা ফেরতের দাবিতে সরব হন। বিক্ষোভ ঘিরে পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় গাজোল থানার পুলিশ। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন প্রাক্তন বিধায়ক সুশীল রায়। তাঁর দাবি, "আমি তখন বিধায়ক ছিলাম। আমার নাম ব্যবহার করে অন্যরা টাকা তুলেছে। টাকা উদ্ধার করে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলাম। সেই কারণেই আজ এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।" ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

কলেজের ইউনিয়ন রুমে উদ্ধার মদের বোতল

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: এবার বিতর্কের মুখে জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজ। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকা কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) ইউনিয়ন রুম খোলার সঙ্গে সঙ্গে দেখা মিলল একাধিক মদের বোতল, নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ এবং সিরিঞ্জ।

ছাত্রদের অভিযোগ, শুধু মদ ও নেশাজাতীয় দ্রব্য নয়, রুমের মধ্যে অনৈতিক কর্মকাণ্ডও চলত। এমনকী রুমের ভিতর মহিলাদের পোশাকও উদ্ধার হয়েছে।

গত ১০জুন বুধবার ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই কলেজ চত্বরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়।

ঘটনার পরই কলেজে বিক্ষোভ শুরু করে একাংশ পড়ুয়া ও এবিভিপি। তাদের দাবি, ওই ইউনিয়ন রুমের ভিতরে দীর্ঘদিন ধরে নেশার আসর বসত এবং বিভিন্ন অনৈতিক কার্যকলাপ চলত। ঘটনার পরপরই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের স্থানীয় নেতারা এলাকা থেকে সরে যান বলে অভিযোগ। ঘটনার তদন্ত চলছে।

উত্তরবঙ্গ সফরে অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি: সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সফরে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্প, জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি এবং সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখলেন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। অন্নপূর্ণা যোজনা, মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাস পরিষেবা, বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক পদক্ষেপ এবং সিআইডির তদন্ত— একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন তিনি।

সিআইডির তদন্তে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করার প্রসঙ্গে তিনি জানান, গত ১৫ বছরে বাংলার মানুষ নানা দুর্নীতির অভিযোগের সাক্ষী থেকেছে। তাঁর দাবি, বিধায়কদের সই জাল করার অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর এবং একটি চিঠিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উঠে আসায় তদন্তকারী সংস্থা তাঁকে ডেকেছে। তদন্তে সহযোগিতা করা প্রত্যেকের দায়িত্ব বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে তৈরি হওয়া বিভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করে তিনি জানান, প্রকল্পটির নাম 'অন্নপূর্ণা ভান্ডার' নয়, 'অন্নপূর্ণা যোজনা'। এই প্রকল্পের আবেদনপত্র ব্লক অফিস, পুরসভা, কর্পোরেশন এবং বোরো অফিস থেকে পাওয়া যাবে। একটি পরিবারের জন্য একটি ফর্মই যথেষ্ট। সেই ফর্মে পরিবারের একাধিক মহিলার নাম ও ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। আগামী তিন মাস ধরে আবেদনপত্র বিতরণ চলবে এবং যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অর্থ পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

মহিলাদের জন্য সরকারি বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধা প্রসঙ্গেও কথা বলেন বিজেপি নেত্রী। তাঁর বক্তব্য, মহিলাদের যাতায়াত সহজ করতে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের মহিলারা সরকারি বাসে বিনামূল্যে ভ্রমণের সুযোগ পাচ্ছেন। ভবিষ্যতে পরিষেবাটিকে আরও স্বচ্ছ ও সুশৃঙ্খল করতে পরিচয়পত্র বা কার্ডভিত্তিক ব্যবস্থা চালুর বিষয়টি বিবেচনা করা হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি।

বেআইনি নির্মাণ, জমি দখল এবং জলাজমি ভরাটের মতো বিষয়েও কড়া অবস্থান গ্রহণ করেন অগ্নিমিত্রা পাল। তাঁর কথায়, সরকারি বা ব্যক্তিগত জমি এবং জলাশয় দখল করে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ পাওয়া গেলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বৈধ নথিপত্র জমা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। তবে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখাতে না পারলে প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে সতর্ক করেন তিনি।

উত্তরবঙ্গ সফর প্রসঙ্গে অগ্নিমিত্রা জানান, তিনদিনের এই সফরে বিভিন্ন জেলায় প্রশাসনিক বৈঠক ও পরিদর্শন কর্মসূচি চলেছে। প্রথম দিনে উত্তরকন্যায় বৈঠকের পাশাপাশি দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং এবং মিরিকের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়েছে। দ্বিতীয় দিনে জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনের কথা জানান তিনি। সিউয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, ডাম্পিং গ্রাউন্ড এবং বর্ষাকালে জল জমার সমস্যাপ্রবণ এলাকাগুলিও পরিদর্শনের আওতায় আনা হয়েছে।

সাধারণ মানুষের সুযোগসুবিধা, স্বচ্ছ প্রশাসন এবং উন্নয়নমূলক কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে দ্রুত সমাধানের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

অবৈধ ট্রাক বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: অবৈধ খনিজ পরিবহনের বিরুদ্ধে অভিযানে ফের উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল কোচবিহার সদর ট্রাফিক পুলিশ। রুটিন তল্লাশির সময় চকচকা চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকায় সম্প্রতি একটি পাথরবোঝাই ট্রাক আটক করে বিপুল পরিমাণ পাথরসহ গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, নিয়মিত যানবাহন তল্লাশির সময় ট্রাফিক কর্মীরা সন্দেহজনক ট্রাকটিকে থামিয়ে প্রয়োজনীয় নথিপত্র পরীক্ষা করতে চাইলে চালক বৈধ কাগজপত্র দেখাতে ব্যর্থ হন। পরে সদর ট্রাফিক ওসির নির্দেশে ট্রাকসহ পাথরের চালান বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং চালককে আটক করা হয়।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ট্রাকে থাকা পাথরগুলো বৈধ অনুমতি ছাড়া পরিবহিত হচ্ছিল। ইতিমধ্যেই পাথরের উৎস, গন্তব্য এবং এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে তদন্ত শুরু হয়েছে। পাশাপাশি খনিজ সামগ্রী পরিবহনের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমোদন ও নথিপত্র থাকলেও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, রাজ্য সরকার অবৈধ বালি ও পাথর পরিবহনের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই কঠোর অবস্থান নিয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জেলায় নিয়মিত নজরদারি ও অভিযান চালানো হচ্ছে। সেই প্রেক্ষাপটে কোচবিহার সদর ট্রাফিক পুলিশের এই অভিযান অবৈধ খনিজ পাচার রোধে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

ধুলোয় ভরে ফালাকাটা

নিজস্ব প্রতিবেদন

ফালাকাটা: আইনি জটিলতা কাটিয়ে ফালাকাটার রাইচেঙ্গা, বাবুরহাট, আসাম মোড় সহ বিভিন্ন এলাকায় জোরকদমে চলছে ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর বা চার লেনের মহাসড়কের কাজ। তবে বিগত এক সপ্তাহ ধরে চলা মাটির কাজের জেরে তীব্র ধুলোয় নাজেহাল হচ্ছেন পথচলতি মানুষ ও রাস্তার দু'পাশের বাসিন্দারা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ভোর থেকে রাত পর্যন্ত শয়ে শয়ে মাটিবোঝাই ডাম্পার চলায় রাস্তা ধুলোময় হয়ে উঠছে। দিনে তিনবার ট্যাংকার দিয়ে জল ছেটানো হচ্ছে না, যার ফলে ধুলো ঘরবাড়িতেও ঢুকে পড়ছে। ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা প্রয়োজনে ফের আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। যদিও মহাসড়কের সাইট ইঞ্জিনিয়ার নকুল রাভা জানান, জমি জটিলতা কাটায় কাজে গতি আনা হয়েছে। কাজের জন্য সাময়িক সমস্যা হলেও নিয়মিত জল দেওয়া হচ্ছে। রোদের জন্য জল দ্রুত শুকিয়ে যাওয়ায় এই সমস্যা তৈরি হচ্ছে বলে দাবি সড়ক কর্তৃপক্ষের।

হাইস্কুলে অব্যবস্থার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন

হরিশ্চন্দ্রপুর: সম্প্রতি মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের তুলসীহাটা চক্রের পাড়ো জুনিয়র হাইস্কুলে শিক্ষাব্যবস্থা ও বিদ্যালয় পরিচালনা নিয়ে সরব হলেন স্থানীয়রা। অভিযোগ, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিমাদ্রী শেখর মণ্ডল দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত হচ্ছেন না। স্থানীয়দের দাবি, অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে প্রধান শিক্ষক প্রায়ই বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকেন। ফলে স্কুলের পড়াশোনা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। স্কুলে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ৫০-৬০ জন ছাত্রছাত্রীর নাম নথিভুক্ত থাকলেও প্রতিদিন মাত্র দুই-তিনজন শিক্ষার্থী উপস্থিত হয় বলে অভিযোগ। কোনো কোনো দিন একজনও আসে না। ফলে মিড-ডে মিলও নিয়মিত চালু থাকে না।

এছাড়াও অভিযোগ উঠেছে, প্রধান শিক্ষক স্থানীয় দুই মহিলাকে সামান্য পারিশ্রমিক দিয়ে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে নিযুক্ত করেছেন। এই নিয়োগের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ বলে অভিযোগ। স্কুল চত্বরে আবর্জনা জমে রয়েছে এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়েছে। সিঁড়ি ও স্কুল প্রাঙ্গণে নেশাজাতীয় দ্রব্যের খালি প্যাকেটও পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা নাসিম আক্তার ও বাদল আলি জানান, একাধিকবার অভিযোগ করা হলেও এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তাঁরা অবিলম্বে ঘটনার তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। যদিও এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষক হিমাদ্রী শেখর মণ্ডলের কাছ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

গাজোলে যোগ শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন

গাজোল: আন্তর্জাতিক যোগ দিবসকে সামনে রেখে মালদার গাজোলে অনুষ্ঠিত হল একটি প্রস্তুতিমূলক যোগ শিবির। গত ১০জুন বুধবার সকাল ১১টায় শ্যামসুখী বালিকা শিক্ষা নিকেতন প্রাঙ্গণে এই কর্মসূচি আয়োজন করা হয়।

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণির ছাত্রীদের পাশাপাশি শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে যোগাভ্যাসে অংশ নেন। যোগের বিভিন্ন আসন ও ব্যায়ামের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। ছাত্রীদের মধ্যে ছিল চোখে পড়ার মতো উৎসাহ ও উদ্দীপনা।

এদিনের কর্মসূচিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাজোলের বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মণ। তিনি নিজেও যোগাভ্যাসে অংশ নিয়ে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করেন। বিধায়ক বলেন, "আগামী ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষ্যে আজকের এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। যোগের মাধ্যমে সুস্থ ও সচেতন সমাজ গড়ে তোলা আমাদের লক্ষ্য।"

বিধায়কের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষিকা মায়া রায়, গাজোল ইস্ট জেনারেল হাসপাতালের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক সুমন বসাক, আধিকারিক রাজীব দাস, বেনু মণ্ডল, পম্পা সরকার, মোহিত সরকার, মধুমিতা সাহা সহ অন্যান্যরা।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মতে, বর্তমান ব্যস্ত জীবনযাত্রায় শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে যোগচর্চার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই লক্ষ্যেই শিক্ষার্থীদের ছোটবেলা থেকেই যোগাভ্যাসের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ইউরোপ সফরের উদ্দেশ্যে রওনা ভারতীয় পুরুষ হকি দলের

নিজস্ব প্রতিবেদন

বেঙ্গালুরু: এফআইএইচ হকি প্রো লিগ ২০২৫-২৬-এর ইউরোপীয় পর্বের ম্যাচ খেলতে ৬ জুন, শনিবার রাতে বেঙ্গালুরুর কেম্পেগৌড়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রওনা দেয় ভারতীয় পুরুষ হকি দল। টুর্নামেন্টের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপে বিশ্বের কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় হকি শক্তির মুখোমুখি হবে ভারত। আবু ধাবি হয়ে বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে পৌঁছায় ভারতীয় দল, সেখানে ৭ থেকে ৯ জুনের মধ্যে একটি প্রস্তুতি শিবির ও একটি প্রীতি ম্যাচ হয়। ঠাসা সূচির আগে ইউরোপের আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াই এই সংক্ষিপ্ত শিবিরের মূল লক্ষ্য।

বেলজিয়ামের পর্ব চুকিয়ে ১০ জুন দল পাড়ি দেয় নেদারল্যান্ডসের রটারডামে। সেখানে ১৪ থেকে ২১ জুনের মধ্যে জার্মানি এবং আয়োজক নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলবে ভারত। এরপর ২৩ থেকে ২৮ জুন লন্ডনে দ্বিতীয় পর্বের খেলায় ভারত মুখোমুখি হবে পাকিস্তান ও ইংল্যান্ডের।

প্রথম ম্যাচ ১৪ জুন

এই সফরে প্রতিটি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দুটি করে ম্যাচ খেলবে মেন ইন ব্লু। ক্রীড়াপ্রেমীদের বহু প্রতীক্ষিত ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ দুটি অনুষ্ঠিত হবে যথাক্রমে ২৩ ও ২৬ জুন।

ব্যক্তিগত কারণে অস্ট্রেলিয়া পর্ব মিস করার পর পুনরায় দলের অধিনায়কত্ব ফিরে পেয়ে হারমনপ্রীত সিং দলের প্রস্তুতি নিয়ে গভীর আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, "ইউরোপের মাটিতে খেলা সবসময়ই একটি বড় পরীক্ষা। তবে বেঙ্গালুরু শিবিরে আমরা কঠোর পরিশ্রম করেছি। আমাদের লক্ষ্য ভয়ডরহীন এবং সুশৃঙ্খল হকি খেলা।" এই প্রো লিগ থেকে মূল্যবান পয়েন্ট সংগ্রহ করে চলতি বছরের শেষের দিকে অনুষ্ঠিত হতে চলা এফআইএইচ বিশ্বকাপ এবং এশিয়ান গেমসের মতো মেগা টুর্নামেন্টের আগে নিজেদের কম্বিনেশন আরও মজবুত করতে মরিয়া ভারতীয় দল। আগামী ১৪ জুন ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিটে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে ভারত তাদের ইউরোপীয় অভিযান শুরু করবে।

আইসিসি মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬

ট্রফির লড়াইয়ে ফেভারিট ও চ্যালেঞ্জারেরা

বিশেষ প্রতিবেদন

১২ জুন থেকে ইংল্যান্ডের মাটিতে শুরু হতে চলেছে আইসিসি মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপের ১০ম আসর। এবারের টুর্নামেন্টকে ঘিরে ক্রিকেট বিশ্বে একাধিক রোমাঞ্চকর সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে, যা নিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের আগ্রহ এখন তুঙ্গে।

ক্রিকেট মহলের বড় প্রশ্ন ভারতীয় মহিলা দল কি এবার এক ঐতিহাসিক ডবল বা দ্বিমুকুট জয় সম্পন্ন করতে পারবে? অন্যদিকে, বিগত দিনে কিছুটা জমি হারানো ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া কি পারবে আবারও নিজেদের আধিপত্য পুনরুদ্ধার করতে? ক্রিকেটবিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দল দক্ষিণ আফ্রিকা বরাবরই ফাইনালে উঠেও ট্রফি অধরা থাকার কারণে 'ইটারনাল ব্রাইডসমেড' বা চিরকালের রানার্স-আপ হিসেবে পরিচিত। এবার কি তবে ভাগ্য বদলাবে প্রোটিয়াদের? স্পটলাইট কি থাকবে তাদের ওপর, নাকি টুর্নামেন্টের কোনও আন্ডারডগ বা দুর্বল দল সবাইকে চমকে দিয়ে এক রূপকথার জয় ছিনিয়ে নেবে?

১০ দলের এই মেগা টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া প্রতিটি দলই ট্রফি জয়ের জন্য মরিয়া। বিশ্বসেরা ব্যাটার ও বোলারদের এই লড়াইয়ে একদিকে যেমন রয়েছে অস্ট্রেলিয়ার অভিজ্ঞতা ও ভারতের বর্তমান আগুনে ফর্ম, অন্যদিকে তেমনই রয়েছে ইংল্যান্ডের ঘরের মাঠের সুবিধা। সব মিলিয়ে আগামী কয়েক সপ্তাহ ধরে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ততম ফরম্যাটে এক হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখার অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন সারা বিশ্বের ক্রীড়াপ্রেমীরা।

ভবিষ্যদ্বাণী এমবাপের

বিশেষ প্রতিবেদন

আসন্ন বিশ্বকাপে লিয়োনেল মেসি, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো নাকি হ্যারি কেন, কে হবেন সর্বোচ্চ গোলদাতা? এই নিয়ে ফুটবলপ্রেমীদের উন্মাদনার মাঝেই এক বিস্ফোরক ভবিষ্যদ্বাণী করলেন ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে। তাঁর মতে, এবারও সবাইকে টেক্কা দিয়ে সোনার বুট জিতবেন তিনি নিজেই।

বিশ্বকাপের আগে এক সাক্ষাৎকারে এমবাপেকে বেশ কিছু মজার প্রশ্ন করা হয়। প্রথমে মেসি ও হ্যারি কেনের মধ্যে তিনি মেসিকে এগিয়ে রাখেন। এরপর মেসি ও রোনাল্ডোর লড়াইয়ে পর্তুগিজ তারকার পক্ষে মত দেন ফরাসি স্ট্রাইকার। তবে আসল চমকটি আসে শেষ প্রশ্নে। যখন জানতে চাওয়া হয়, তিনি নিজে নাকি রোনাল্ডো, কে বেশি গোল করবেন? বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে এমবাপে নিজের নাম বেছে নেন। অর্থাৎ, তাঁর স্পষ্ট দাবি এবারও বিশ্বকাপের শীর্ষ গোলদাতা হতে চলেছেন তিনিই। গত কাতার বিশ্বকাপেও মেসি ও এমবাপের মধ্যে গোলদাতার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখেছিল বিশ্ব। সেবার ফাইনালে হ্যাটট্রিক-সহ মোট ৮টি গোল করে সোনার বুট জিতেছিলেন এমবাপে। এবারও যে তিনি সেই সাফল্যের পুনরাবৃত্তি করতে মরিয়া, তা তাঁর আত্মবিশ্বাসেই স্পষ্ট।

উত্তরের খেলার মাঠ থেকে...

৩ রানে জয়ী মাইটি

নিজস্ব প্রতিবেদন

ফালাকাটা: জাফা প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটের এক ম্যাচে দ্য ফ্যালকন্সকে ৩ রানে হারিয়েছে মাইটি ডেমনস। ৯ জুন, মঙ্গলবার আয়োজিত এই ম্যাচে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২৬.৫ ওভারে ১৭৬ রানে অল-আউট হয়ে যায় ডেমনস। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৪২ রান করেন রাজদীপ সাহা এবং ২৭ রান আসে সুব্রত সরকারের ব্যাট থেকে। ফ্যালকন্সের বোলারদের মধ্যে গৌরাঙ্গ সরকার কানাই মণ্ডল ৩টি করে এবং জ্যোতির্ময় ঘোষ ২টি উইকেট শিকার করেন।

১৭৭ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে দারুণ লড়াই করেও জয় পায়নি দ্য ফ্যালকন্স। নির্ধারিত ২৮ ওভারে ১৭৩ রানেই থেমে যায় তাদের ইনিংস। দলের পক্ষে ডিঙ্কু রায় ৪৯ ও অবীর সরকার ৩২ রান করলেও তা জয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না। মাইটি ডেমনসের ব্রজগোপাল সন্ন্যাসী ২২ রান দিয়ে নেন ২টি উইকেট।

তবে বল হাতে মাত্র ১৩ রান খরচ করে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন লুব্ধক সরকার।

লাল কলোনির জয়

নিজস্ব প্রতিবেদন

তুফানগঞ্জ: বোচামারি প্যারাডাইস ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত সিনিয়ার ফুটবল লিগে একপেশে ম্যাচে মহিষকুচি ড্রাগন এফসি-কে ৫-০ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে রসিকবিল লাল কলোনি ফুটবল টিম।

মঙ্গলবার, ৯ জুন বোচামারি হাইস্কুলের মাঠে ম্যাচের শুরু থেকেই আধিপত্য বিস্তার করে খেলে রসিকবিল। দলের পক্ষে চমৎকার ফুটবল খেলে একাই হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন সুমন বর্মন। ম্যাচ জুড়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সুবাদে তিনি ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। রসিকবিলের হয়ে বাকি গোল দুটি করেন বিশ্বপতি ডাকুয়া ও প্রসেনজিৎ ভকত। মহিষকুচি ড্রাগন এফসি পুরো ম্যাচে কোনো গোল পরিশোধ করতে পারেনি।

গৌরব-ম্যাজিক

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে প্রতিপক্ষকে স্রেফ উড়িয়ে দিল কল্যাণ স্পোর্টিং ক্লাব। ৬ জুন, শনিবারের ম্যাচে তারা ১৩৮ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করেছে ইউনাইটেড ক্লাবকে।

কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে কল্যাণ প্রথমে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানায় ইউনাইটেডকে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২৫ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৭১ রান করে কল্যাণ। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৫৮ রানের এক অনবদ্য ইনিংস খেলে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন সুদীপ্ত বসাক। ইউনাইটেড ক্লাবের বোলারদের মধ্যে সন্দীপ রায় ২৪ রান খরচ করে ২টি উইকেট নেন। ১৭২ রান তাড়া করতে নেমে কল্যাণ স্পোর্টিংয়ের বোলারদের তোপের মুখে পড়ে ইউনাইটেড ক্লাব। মাত্র ১৫.২ ওভারে ওয়ানডে স্কোরের মতো মাত্র ৩৩ রানেই গুটিয়ে যায় তাদের ইনিংস। কল্যাণের বোলার গৌরব বিশ্বাস মাত্র ৭ রান দিয়ে একাই ৩টি উইকেট তুলে নিয়ে ইউনাইটেডের ব্যাটিং থেমে যায়। ১৩৮ রানের বড় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে কল্যাণ স্পোর্টিং ক্লাব।

নকআউট নৈশ ফুটবলে ট্রাফিক কমার্শিয়াল চ্যাম্পিয়ন

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: এনএফ রেলওয়ে মজদুর ইউনিয়নের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের উদ্যোগে আয়োজিত প্রিয়া গুপ্তা ও রাখাল দাসগুপ্ত ট্রফি আন্তঃ বিভাগীয় নকআউট নৈশ ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়নের শিরোপা ছিনিয়ে নিয়েছে ট্রাফিক কমার্শিয়াল। ৯ জুন, মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার জংশন ডিআরএম মাঠে আয়োজিত এক জমজমাট ফাইনালে তারা ৪-১ গোলের বড় ব্যবধানে মেডিকেল, এস অ্যান্ড টি দলকে পরাজিত করে।

হাইভোল্টেজ এই ফাইনালে ট্রাফিক কমার্শিয়ালের হয়ে দুর্দান্ত খেলেন জব্বার আলি। দলের পক্ষে একাই জোড়া গোল করেন তিনি। বাকি দুটি গোল আসে মণীশ বর্মন ও সম্রাট কুণ্ডুর পা থেকে। ফাইনালে ম্যাচ জয়ী পারফরম্যান্সের সুবাদে 'ফাইনালের সেরা' নির্বাচিত হন মণীশ বর্মন।

এছাড়া টুর্নামেন্ট জুড়ে অসাধারণ ফুটবল খেলার জন্য 'প্রতিযোগিতার সেরা'র পুরস্কার পান শংকর মোদক। যৌথভাবে 'সর্বোচ্চ গোলস্কোরার' নির্বাচিত হন সোমরাজ মিত্র ও সত্যেন রায়। গোলপোস্টের নিচে দুর্দান্ত প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে 'সেরা গোলকিপার'র ট্রফি জিতে নেন সুভাষ বাসফোর।

এদিকে টুর্নামেন্টের মূল ফাইনালের পাশাপাশি মাঠে একটি প্রীতি প্রদর্শনী ম্যাচেরও আয়োজন করা হয়েছিল। সেই প্রদর্শনী ম্যাচে রেল দলকে ২-১ গোলে হারিয়ে জয়লাভ করে সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন।

ব্রাজিলের জন্য কলকাতার গান

'সেলেকাও অন সং'

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা: আসন্ন ফুটবল বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে যখন বিশ্বজুড়ে উন্মাদনা তুঙ্গে, ঠিক তখনই প্রিয় দল ব্রাজিলকে এক অনন্য সঙ্গীত উপহার দিলেন কলকাতার টালিগঞ্জের বাসিন্দা তথা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পারকাশন শিল্পী অভিষেক বসু। লাতিন আমেরিকার সাম্বার ছন্দের সঙ্গে ভারতীয় তবলার বোলের মেলবন্ধনে তিনি তৈরি করেছেন বিশেষ ফ্যান অ্যান্থেম 'সেলেকাও অন সং' (SELEÇÃO ON SONG)।

৫ মিনিট ৭ সেকেন্ডের এই গানটি ১১ জুন অনলাইনে মুক্তি পায়। গানটির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এতে নির্দিষ্ট কোনও ভাষার ব্যবহার নেই, যা মূলত 'স্ক্যাটিং' ঘরানার। অভিষেকের মতে, ফুটবল এবং সঙ্গীত দুটিরই কোনো নির্দিষ্ট ভাষা হয় না। গানটির কথা লিখেছিলেন এবং গেয়েছিলেন অভিষেকের ব্যান্ডের প্রয়াত সদস্য চন্দ্রচূড় মুখোপাধ্যায়। এই গানের মাধ্যমে তাঁকে ফুটবলের মঞ্চে মরণোত্তর শ্রদ্ধাও জানানো হচ্ছে।

দীর্ঘদিন পর ব্রাজিলের দল গোছানো এবং কার্লো আনচেলোত্তির মতো কোচের অধীনে দলের ভারসাম্য ফিরে আসায় এবার সেলেকাওদের বিশ্বকাপ জেতার প্রবল সম্ভাবনা দেখছেন অভিষেক। ইস্টবেঙ্গলের এই অন্ধ সমর্থক চান, দীর্ঘ ২৪ বছর পর নেইমাররা যেন এবার বিশ্বজয় করে সাম্বার জাদুকে আবারও প্রমাণ করেন।

ভি এবং মেটা একত্রে নিয়ে এলো 'সাইলেন্ট মোবাইল ভেরিফিকেশন'

শিলিগুড়ি: ভারতের অন্যতম প্রধান টেলিকম অপারেটর ভোডাফোন আইডিয়া (ভি), মেটা প্ল্যাটফর্মের হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামের জন্য 'সাইলেন্ট মোবাইল ভেরিফিকেশন' বা এসএমভি সুবিধা নিয়ে আসার কথা ঘোষণা দিয়েছে। এর ফলে কোটি কোটি ভি গ্রাহক কোনো পাসওয়ার্ড ছাড়াই আরও সুরক্ষিত এবং সহজে যেকোনও মেটা অ্যাপ ব্যবহার করতে পারবেন। ভোডাফোন আইডিয়ার সিইও অভিজিৎ কিশোর বলেছেন, "মেটা-র সঙ্গে এই পার্টনারশিপ সাইবার নিরাপত্তা বাড়াবে, জালিয়াতি কমাবে এবং দেশের জনপ্রিয় অ্যাপগুলোতে গ্রাহকদের লগইন করার অভিজ্ঞতাকে আরও সহজ করে তুলবে।"

এসএমভি হলো একটি অত্যন্ত নিরাপদ এবং নেটওয়ার্ক-ভিত্তিক ভেরিফিকেশন প্রযুক্তি। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীর মোবাইল নম্বরটি ব্যাকগ্রাউন্ডেই যাচাই হয়ে যাবে। ফলে গ্রাহকদের আর হাত দিয়ে কোনো ওটিপি বা পাসওয়ার্ড লিখতে হবে না, এক অ্যাপ থেকে অন্য অ্যাপে যেতে হবে না বা ভেরিফিকেশন মেসেজের জন্য অপেক্ষাও করতে হবে না। যখন একজন ভি গ্রাহক ভি-এর মোবাইল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রাম খুলবেন, তখন টেলিকম নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই সরাসরি ভেরিফিকেশন সম্পন্ন হয়ে যাবে। এতে নতুন অ্যাকাউন্ট তৈরি করার জন্য মোবাইল নম্বর ভেরিফিকেশন করা, লগইন এবং পুনরায় লগইন করা, পুরোনো অ্যাকাউন্ট উদ্ধার করা, বা সিকিউরিটি চেকের সময় নিজেকে যাচাই করার মতো একাধিক কাজ খুব সহজে ও দ্রুত হয়ে যাবে। এতে খুব দ্রুত অ্যাপে যুক্ত হওয়া যাবে, বাড়তি ঝামেলা কমবে এবং অনলাইন জালিয়াতি বা ফেক আইডি তৈরির ঝুঁকি থেকেও গ্রাহকরা সুরক্ষিত থাকবেন।

মেটা ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং কান্ট্রি হেড অরুণ শ্রীনিবাসের বক্তব্য, "আমাদের প্ল্যাটফর্মগুলোতে ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়াকে গ্রাহকদের জন্য আরও সহজ ও নিরাপদ করার ক্ষেত্রে এই নেটওয়ার্ক-ভিত্তিক প্রযুক্তি একটি বড় পদক্ষেপ। ভি-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের গ্রাহকদের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামে এই সুবিধা আনতে পেরে আমরা আনন্দিত।"

ইয়েজদি স্ক্র্যাম্বলার ৩৫০ এবং বিএসএ স্ক্র্যাম্বলার ৬৫০ এখন পাওয়া যাচ্ছে কলকাতায়

কলকাতা: ইয়েজদি এবং বিএসএ তাদের নতুন স্ক্র্যাম্বলার বাইকগুলি রিটেইলে লঞ্চ করার কথা ঘোষণা করেছে, যা এখন কলকাতার বুক জুড়ে তাদের অনুমোদিত ডিলারশিপগুলিতে পাওয়া যাচ্ছে। আসল স্ক্র্যাম্বলার ঐতিহ্যের এই ব্র্যান্ড দুটি ভিন্ন মূল্যের দুটি অনন্য মোটরসাইকেল বাজারে নিয়ে এসেছে সেই সমস্ত রাইডারদের জন্য, যাঁরা এমন একটি মেশিন চান যা শহরের রাস্তায় চলাচলে দুর্দান্ত, হাইওয়েতে স্থিতিশীল এবং ট্রেইলে (অফ-রোড) রোমাঞ্চকর। ইয়েজদি স্ক্র্যাম্বলার ৩৫০ এবং বিএসএ স্ক্র্যাম্বলার ৬৫০-এ রয়েছে বিশেষভাবে তৈরি পাওয়ারট্রেন এবং একটি রাফ-অ্যান্ড-টাফ, আকর্ষণীয় ডিজাইন।

ভারতের সবচেয়ে হালকা ৩৫০ সিসি স্ক্র্যাম্বলার 'ইয়েজদি স্ক্র্যাম্বলার'-এ রয়েছে নতুন লিকুইড-কুলড 'কাতার' ইঞ্জিন। শক্তিশালী টর্ক-টু-ওয়েট রেশিওর এই বাইকটির প্রারম্ভিক অফার মূল্য ১,৯৯,৯৫০ টাকা। অন্যদিকে, বিএসএ স্ক্র্যাম্বলার ৬৫০-এ রয়েছে এই সেগমেন্টে দেশের একমাত্র ৬৫০ সিসি সিঙ্গেল-সিলিন্ডার ইঞ্জিন, যা শক্তিশালী মিড-রেঞ্জ টর্ক দেয়। এর ক্ল্যাসিক ব্রিটিশ ডিজাইনটি গোল্ড স্টার ক্যাটালিনার মতো আইকনিক মডেল থেকে অনুপ্রাণিত। এর প্রারম্ভিক মূল্য শুরু ৩,২৪,৯৫০ টাকা থেকে।

ক্ল্যাসিক লেজেন্ডস-এর কো-ফাউন্ডার অনুপম থারেজা জানান, স্ক্র্যাম্বলার বাইকগুলি মোটরিং দুনিয়ার 'এসইউভি' হয়ে ওঠার ক্ষমতা রাখে। শহরের কাছাকাছি ডিলারশিপে একই ছাদের নীচে সেলস ও সার্ভিসের পাশাপাশি মিলবে কোম্পানির বিশেষ কাস্টমার অ্যাসিউরেন্স প্রোগ্রাম। এর অধীনে গ্রাহকরা পাবেন ৪ বছর বা ৫০,০০০ কিমি স্ট্যান্ডার্ড ওয়ারেন্টি (৬ বছর পর্যন্ত বাড়ানোর সুযোগ), এক বছরের রোডসাইড অ্যাসিস্ট্যান্স এবং দেশব্যাপী ৪০০-র বেশি টাচপয়েন্টের সুবিধা। আগ্রহী ক্রেতারা আজই নিকটবর্তী শোরুমে গিয়ে এই দুর্দান্ত বাইকগুলির অভিজ্ঞতা নিতে পারেন। কলকাতার ডিলারশিপের ঠিকানা হলো স্পিড অটো সার্ভিস প্রাইভেট লিমিটেড, ৮ বেক বাগান রো, কলকাতা-৭০০০১৭

বাজারে এলো নতুন Xiaomi 17 সিরিজ

শিলিগুড়ি: ভারতের অন্যতম প্রধান টেলিকম অপারেটর ভোডাফোন আইডিয়া (ভি), মেটা প্ল্যাটফর্মের হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামের জন্য 'সাইলেন্ট মোবাইল ভেরিফিকেশন' বা এসএমভি সুবিধা নিয়ে আসার কথা ঘোষণা দিয়েছে। এর ফলে কোটি কোটি ভি গ্রাহক কোনো পাসওয়ার্ড ছাড়াই আরও সুরক্ষিত এবং সহজে যেকোনও মেটা অ্যাপ ব্যবহার করতে পারবেন। ভোডাফোন আইডিয়ার সিইও অভিজিৎ কিশোর বলেছেন, "মেটা-র সঙ্গে এই পার্টনারশিপ সাইবার নিরাপত্তা বাড়াবে, জালিয়াতি কমাবে এবং দেশের জনপ্রিয় অ্যাপগুলোতে গ্রাহকদের লগইন করার অভিজ্ঞতাকে আরও সহজ করে তুলবে।"

এসএমভি হলো একটি অত্যন্ত নিরাপদ এবং নেটওয়ার্ক-ভিত্তিক ভেরিফিকেশন প্রযুক্তি। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীর মোবাইল নম্বরটি ব্যাকগ্রাউন্ডেই যাচাই হয়ে যাবে। ফলে গ্রাহকদের আর হাত দিয়ে কোনো ওটিপি বা পাসওয়ার্ড লিখতে হবে না, এক অ্যাপ থেকে অন্য অ্যাপে যেতে হবে না বা ভেরিফিকেশন মেসেজের জন্য অপেক্ষাও করতে হবে না। যখন একজন ভি গ্রাহক ভি-এর মোবাইল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রাম খুলবেন, তখন টেলিকম নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই সরাসরি ভেরিফিকেশন সম্পন্ন হয়ে যাবে। এতে নতুন অ্যাকাউন্ট তৈরি করার জন্য মোবাইল নম্বর ভেরিফিকেশন করা, লগইন এবং পুনরায় লগইন করা, পুরোনো অ্যাকাউন্ট উদ্ধার করা, বা সিকিউরিটি চেকের সময় নিজেকে যাচাই করার মতো একাধিক কাজ খুব সহজে ও দ্রুত হয়ে যাবে। এতে খুব দ্রুত অ্যাপে যুক্ত হওয়া যাবে, বাড়তি ঝামেলা কমবে এবং অনলাইন জালিয়াতি বা ফেক আইডি তৈরির ঝুঁকি থেকেও গ্রাহকরা সুরক্ষিত থাকবেন।

মেটা ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং কান্ট্রি হেড অরুণ শ্রীনিবাসের বক্তব্য, "আমাদের প্ল্যাটফর্মগুলোতে ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়াকে গ্রাহকদের জন্য আরও সহজ ও নিরাপদ করার ক্ষেত্রে এই নেটওয়ার্ক-ভিত্তিক প্রযুক্তি একটি বড় পদক্ষেপ। ভি-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের গ্রাহকদের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামে এই সুবিধা আনতে পেরে আমরা আনন্দিত।"

সিকিমে অ্যাম্বুলেন্স দান করল জেনারালি সেন্ট্রাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স

দুর্গাপুর/খড়গপুর: সিকিমে জরুরি স্বাস্থ্যসেবা আরও শক্তিশালী করতে জেনারেলি সেন্ট্রাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স গ্যাংটকের এসটিএনএম হাসপাতালে দুটি অত্যাধুনিক লাইফ-সাপোর্ট অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করেছে। বিশেষ করে দুর্গম ও পাহাড়ি অঞ্চলে দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে এগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

২০২২ সাল থেকে সিকিমের প্রধান বীমাকারী হিসেবে কাজ করা সংস্থাটি জানিয়েছে, বীমা ও আর্থিক সুরক্ষার পাশাপাশি সমাজকল্যাণে অবদান রাখার প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সংস্থার এমডি ও সিইও অলোক রুংটা বলেন, জেনারেলি সেন্ট্রাল লাইফ মানুষের 'লাইফটাইম পার্টনার' হিসেবে স্বাস্থ্যসেবা, আর্থিক সচেতনতা ও বীমার প্রসারে কাজ করে যাচ্ছে।

সিকিমের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জি. টি. ধুঙ্গেল বলেন, নতুন অ্যাম্বুলেন্সগুলি রাজ্যের জরুরি স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও কার্যকর করবে। সিকিম সরকারের ডিরেক্টর-ফিন্যান্স ও নোডাল অফিসার মহেন্দ্র প্রধানের মতে, এই উদ্যোগ ২০২৭ সালের মধ্যে 'ইন্স্যুরেন্স ফর অল' লক্ষ্য পূরণে সহায়ক হবে।

এই উপলক্ষে এসটিএনএম হাসপাতালে একটি রক্তদান শিবিরও আয়োজন করা হয়। হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডঃ রুথ ইয়োনজান জানান, দুর্গম ভৌগোলিক অবস্থার কারণে চিকিৎসা পরিষেবায় যে বিলম্ব হয়, নতুন অ্যাম্বুলেন্সগুলি তা কমাতে সাহায্য করবে।

৩১ মে ২০২৬ পর্যন্ত জেনারেলি সেন্ট্রাল লাইফ সিকিমে ৬,৫০০-রও বেশি মানুষের কাছে বীমা সুরক্ষা পৌঁছে দিয়েছে। পাশাপাশি আর্থিক সচেতনতা ও জনসম্পৃক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যজুড়ে বীমা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজও চালিয়ে যাচ্ছে।

লঞ্চ হলো 'ব্লেন্ডার্স প্রাইড রিজার্ভড এক্সপেরিয়েন্সেস'

কলকাতা: ব্লেন্ডার্স প্রাইড প্যাকেজড ড্রিংকিং ওয়াটার লঞ্চ করল 'ব্লেন্ডার্স প্রাইড রিজার্ভড এক্সপেরিয়েন্সেস'। এটি একটি নতুন সাংস্কৃতিক প্ল্যাটফর্ম, যা পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে স্বাদের অভিজ্ঞতাকে এক সম্পূর্ণ নতুন রূপ দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

আজকের ভোক্তারা যখন উন্নত ও অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতার খোঁজে রয়েছেন, ঠিক তখনই 'ব্লেন্ডার্স প্রাইড রিজার্ভড এক্সপেরিয়েন্সেস'-এর স্বাদকে এক নতুন ও প্রকাশ্য রূপে নিয়ে এসেছে। 'রিজার্ভড ইন এভরি সেন্স' ধারণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি এই প্ল্যাটফর্মটি স্বাদকে শুধু আস্বাদনের বিষয় না রেখে, দেখার, শোনার ও অনুভব করার একটি বহুমাত্রিক যাত্রা হিসেবে উপস্থাপন করে।

শেফ কুণাল কাপুরের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই বিশেষ সন্ধ্যার মূল আকর্ষণ ছিল একটি চমৎকার 'গ্যাস্ট্রো-পারফরম্যান্স', যেখানে লাইভ মিউজিকের সঙ্গে স্বাদের মেলবন্ধন ঘটিয়ে টেক্সচার, সুগন্ধ ও ছন্দকে এক সুতোয় বাঁধা হয়েছিল। মুখের স্বাদের বাইরে গিয়ে অনন্য এই আয়োজনটি দর্শকদের এক অন্য জগতে নিয়ে যায় যেখানে গতিশীল ভিজ্যুয়াল পরিবেশ, সুগন্ধি ইনস্টলেশন এবং স্পর্শকাতর অন্বেষণের মাধ্যমে স্বাদের এক নতুন রূপ ফুটে উঠেছে।

চণ্ডীগড়, গুরগাঁও ও জয়পুরের পর এবার কলকাতায় পা রাখলো 'ব্লেন্ডার্স প্রাইড রিজার্ভড এক্সপেরিয়েন্সেস'। আগামীদিনে দেশের প্রধান বাজারগুলোতে এই ধরণের আরও ১০টিরও বেশি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা রয়েছে। এই আয়োজন প্রসঙ্গে শেফ কুণাল কাপুর বলেন, "আমরা চিরাচরিত স্বাদকে নতুন রূপ দিচ্ছি, যাতে মানুষ এক অনন্য উপায়ে এর অভিজ্ঞতা নিতে পারে।"

পারনড রিকার্ড ইন্ডিয়ার সিএমও দেবশ্রী দাশগুপ্ত জানান, "আজকের সচেতন ভোক্তারা সাধারণের বাইরে গিয়ে অনন্য কিছু খুঁজছেন। এই প্ল্যাটফর্মটি স্বাদের গভীরতা ও জটিলতাকে একটি বহু-সংবেদনশীল রূপ দেয়, যা আমাদের গ্রাহকদের চাহিদারই একটি স্বাভাবিক প্রতিফলন।" এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ব্র্যান্ডটি নতুন প্রজন্মের ভোক্তাদের জন্যে স্বাদ ও সংস্কৃতির এক আধুনিক ও পরিমার্জিত আখ্যান তৈরি করছে।

মালাবার গ্রুপের হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড উদ্যোগের মাধ্যমে মানুষের জীবন বদলের গল্প

দুর্গাপুর/শিলিগুড়ি: বিশ্ব ক্ষুধা দিবস উপলক্ষে মালাবার গ্রুপের একটি মানবিক উদ্যোগ 'হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড', তাদের 'রিহ্যাবিলিটেশন ইমপ্যাক্ট রিপোর্ট: ইমপ্যাক্ট স্টোরিজ, হাউ আ ডেইলি মিল ওপেনস দ্য ডোর টু আ ট্রান্সফর্মড লাইফ' নামক রিপোর্টে 'স্ট্রিট মিল ডিস্ট্রিবিউশন প্রোগ্রাম'-এর ইতিবাচক প্রভাব তুলে ধরেছে। এই প্রতিবেদনে নথিবদ্ধ করা হয়েছে কীভাবে 'থানাল' দ্বারা পরিচালিত এই দৈনিক খাবার বিতরণ কর্মসূচি রাস্তায় বসবাসকারী অসহায় মানুষদের উদ্ধার, চিকিৎসা সহায়তা, আশ্রয় প্রদান, মর্যাদা পুনরুদ্ধার এবং পারিবারিক পুনর্মিলনে সাহায্য করেছে।

ক্ষুধা দূরীকরণে শুরু হওয়া এই কর্মসূচির মাধ্যমে ফিল্ড ওয়ার্কাররা দৈনিক খাবার বিতরণের পাশাপাশি মানুষের বিশ্বাস জয়, স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছেন। বর্তমানে ভারতসহ মোট ১০টি দেশে 'মাইক্রো লার্নিং সেন্টার' এবং

'স্ট্রিট মিল ডিস্ট্রিবিউশন প্রোগ্রাম'-এর মাধ্যমে ১ লক্ষ ৪৩ হাজার সুবিধাভোগীর কাছে এই পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

মালাবার গ্রুপের চেয়ারম্যান এম. পি. আহম্মদ বলেন, "'হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড'-এর মাধ্যমে আমরা দেখেছি কীভাবে নিয়মিত যোগাযোগ মানুষের বিশ্বাস গড়ে তোলে। আর এই বিশ্বাস প্রায়শই পুনর্বাসন, স্বাস্থ্যসেবা, মানসিক সমর্থন এবং মর্যাদা পুনরুদ্ধারের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। এই সাহায্য একজন মানুষের জীবনের গতিপথকে অর্থপূর্ণভাবে বদলে দিতে পারে।"

'স্ট্রিট মিল ডিস্ট্রিবিউশন প্রোগ্রাম'-এর মাধ্যমে ধারাবাহিক খাবার ও সহানুভূতির জেরে বহু মানুষের জীবন বদলে গিয়েছে। যেমন, নাগেরকয়েলে এক বয়স্ক ব্যক্তিকে বৃদ্ধাশ্রমে পুনর্বাসন দেওয়া, কুম্বকোনমে এক শয্যাশায়ী ব্যক্তিকে পোশাক ও পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান এবং চেন্নাইতে চরম সংকটে থাকা এক নারীকে কেয়ার হোমে স্থানান্তরিত করা হয়। এই অভিজ্ঞতাগুলো প্রমাণ করে যে, আন্তরিকতার সঙ্গে বিতরণ করা দৈনিক খাবার ধীরে ধীরে মানুষকে সেবা, মর্যাদা এবং নিরাপদ জীবনে পৌঁছে দিয়েছে।

মণিপাল হসপিটাল রাঙ্গাপানি-তে জাতীয় ক্যান্সার জয়ী দিবস পালন

শিলিগুড়ি: ভারতের অন্যতম স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান 'মণিপাল হসপিটাল রাঙ্গাপানি' ৮ জুন ক্যান্সার সারভাইভারদের অসাধারণ সাহস, সহনশীলতা এবং দৃঢ় সংকল্পকে সম্মান জানাতে 'জাতীয় ক্যান্সার সারভাইভার দিবস' উদযাপন করেছে। এই অনুষ্ঠানে ক্যান্সার জয়ী, তাঁদের পরিবার, কেয়ারগিভার এবং হাসপাতালের ক্যান্সার বিশেষজ্ঞরা একত্রিত হয়েছিলেন। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সার্জিক্যাল অনকোলজিস্ট ড. অনির্বাণ নাগ, সার্জিক্যাল অনকোলজিস্ট ড. মণীশ গোস্বামী, এবং রেডিয়েশন অনকোলজির অ্যাসোসিয়েট কনসালট্যান্ট ড. পৃথ্বীজিৎ মৈত্র। তাঁরা প্রত্যেকেই ক্যান্সার জয়ীদের শক্তি, আশা এবং অধ্যবসায়ের যাত্রাকে কুর্নিশ জানান।

অনুষ্ঠানে হাসপাতালের স্টাফ নার্স শ্রীমতী শর্মিলা গুরুং তাঁর ক্যান্সার যুদ্ধের অভিজ্ঞতা শেয়ার করে জানান, কীভাবে এটি ব্যক্তিগত ও পেশাগতভাবে তাঁর মানসিক শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছে। অপর এক ক্যানসার জয়ী গৃহবধূ, শ্রীমতী সৃজনা গুরুং অটল সংকল্প নিয়ে এই মরণব্যাধির মুখোমুখি হওয়ার অনুপ্রেরণামূলক গল্প শোনান। অনুষ্ঠানে ক্যানসারজয়ী আরপিএফ কর্মী শ্রীমতী অপু বর্মনের জীবনযুদ্ধ সকলকে আবেগপ্রবণ করে তোলে।

ড. অনির্বাণ নাগ বলেন, "প্রত্যেক ক্যান্সার জয়ীর গল্পই সাহস এবং দৃঢ় সংকল্পের। জাতীয় ক্যান্সার সারভাইভার দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, রোগীরা যদি সঠিক সময়ে চিকিৎসা, পরিবারের দৃঢ় সমর্থন এবং সহানুভূতিশীল চিকিৎসা পরিষেবা পান, তবে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করে জয়ী হওয়া সম্ভব।"

ডঃ মণীশ গোস্বামী বলেন, "ক্যান্সারের চিকিৎসা শুধু মেডিকেল পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; রোগীর মানসিক সুস্থতা, আত্মবিশ্বাস ও পরিবারের সমর্থনও সমান গুরুত্বপূর্ণ।"

ড. পৃথ্বীজিৎ মৈত্র বলেন, "আধুনিক রেডিয়েশন থেরাপির মাধ্যমে সুস্থ কোষ বাঁচিয়ে সরাসরি টিউমারকে টার্গেট করা যায়। আমাদের লক্ষ্য শুধু চিকিৎসা নয়, রোগীর জীবনের মান বজায় রাখা। এই সচেতনতা মানুষকে বোঝায় যে ক্যান্সার মানেই আশার শেষ নয়।"

এই আয়োজনের মাধ্যমে মণিপাল হসপিটাল রাঙ্গাপানি রোগীদের এই লড়াইয়ের প্রতিটি পদক্ষেপে পাশে থেকে উন্নত ও সহানুভূতিশীল ক্যানসার চিকিৎসা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।

সেন্টারফ্রুটের নতুন ক্যাম্পেইন লঞ্চ

শিলিগুড়ি/কলকাতা: পারফেটি ভ্যান মেল ইন্ডিয়া-র জনপ্রিয় ব্র্যান্ড 'সেন্টারফ্রুট' তাদের আইকনিক "ক্যায়সি জিভ লপলপায়ি" ক্যাম্পেইনকে একটি সম্পূর্ণ নতুন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ফিরিয়ে এনেছে।

গত বছরের ক্যাম্পেইন সফল হওয়ার পর সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে, ব্র্যান্ডটি এবার একটি ভারতীয় বিয়ের জমজমাট পটভূমিতে বিজ্ঞাপনটি তৈরি করেছে। একটি মজার ও অপ্রত্যাশিত গল্পের মাধ্যমে তাদের এই চুইংগামের দুনিয়াকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

এই নতুন বিজ্ঞাপনের গল্পটি আবর্তিত হয়েছে একটি বিয়েবাড়িতে ঘটে যাওয়া চুরিকে কেন্দ্র করে। অপরাধীকে শনাক্ত করতে পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা শুরু

করে। ঠিক তখনই সেন্টারফ্রুটের চিরচেনা স্টাইলে গল্পে এক দারুণ মোড় আসে। রসালো ও সুস্বাদু এই চুইংগামটি স্ক্রিনে আসতেই শুরু হয়ে যায় সেই আইকনিক 'লপালপ' প্রতিক্রিয়া। দ্রুত জিভ নাড়ানোর এই মজার কাণ্ডটি ঘটনাপ্রবাহের গতিকে অবিশ্বাস্যভাবে বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে পুলিশ সহজেই ফুটেজটি ফাস্ট-ফরওয়ার্ড করে রেকর্ড সময়ের মধ্যে চোরকে ধরে ফেলে।

ক্যাম্পেইনটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করার আগেই, সেন্টারফ্রুট উদ্ভাবনী ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে দেশজুড়ে এক তুমুল উত্তেজনা তৈরি করেছিল। এই লঞ্চ প্রসঙ্গে পারফেটি ভ্যান মেল ইন্ডিয়ার মার্কেটিং ডিরেক্টর গুঞ্জন খেতান বলেন, "এই ক্যাম্পেইনটি বিনোদনের একটি নতুন স্তর যোগ করার পাশাপাশি সেন্টারফ্রুটের অতুলনীয় স্বাদের ওপর আবারও আলোকপাত করে।"

প্রখ্যাত পরিচালক প্রসূন পান্ডে এই বিজ্ঞাপনটিকে পারফেটি এবং ওগিলভি-র সঙ্গে করা তাঁর ক্যারিয়ারের সবচেয়ে ক্রেজি কাজ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ওগিলভি ইন্ডিয়া (ওয়েস্ট)-এর চিফ ক্রিয়েটিভ অফিসার অনুরাগ অগ্নিহোত্রী যোগ করেছেন যে, ব্র্যান্ডটির বিস্ফোরক ও সুস্বাদু স্বাদ ফুটিয়ে তুলতে এই ফিল্মটিতে ভরপুর উন্মাদনা ব্যবহার করা হয়েছে।

রাহ-বীর প্রকল্পের প্রচারে RAPIDO-র উদ্যোগ

কলকাতা: রাহ-বীর প্রকল্পের প্রচারে যৌথ ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করলো RAPIDO ও সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রক। এই প্রকল্পের লক্ষ্য দুর্ঘটনার পর গুরুত্বপূর্ণ 'গোল্ডেন আওয়ার'-এ আহতদের দ্রুত সহায়তা নিশ্চিত করতে নাগরিকদের উৎসাহিত করা।

এবিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী নীতিন গড়করি বলেন, সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ জরুরি এবং রাহ-বীর প্রকল্প সেই প্রচেষ্টাকেই শক্তিশালী করবে।

RAPIDO সহ-প্রতিষ্ঠাতা অরবিন্দ সাঙ্কা জানান, দেশের কোটি কোটি মানুষের সঙ্গে সংযোগ এবং ৪০০-রও বেশি শহরে উপস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে সংস্থাটি রাহ-বীর প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে কাজ করবে।

এই উদ্যোগের সূচনায় ৪ লক্ষেরও বেশি RAPIDO ক্যাপ্টেন 'রাহ-বীর শপথ' গ্রহণ করে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড গড়েছেন। ডিজিটাল প্রচার, অ্যাপভিত্তিক শিক্ষা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও মাঠপর্যায়ের কর্মসূচির মাধ্যমে RAPIDO দেশজুড়ে সড়ক নিরাপত্তা ও রাহ-বীর প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করবে।

ভারতে কোডিয়াক আরএস-এর বুকিং শুরু হবে ২২ জুন

শিলিগুড়ি: স্কোডা অটো ইন্ডিয়া তাদের হাই-পারফরম্যান্স আরএস পোর্টফোলিওকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে ভারতে নিয়ে এসেছে সম্পূর্ণ নতুন কোডিয়াক আরএস। ৫০ বছরেরও বেশি সময়ের আরএস ঐতিহ্য ও ১২৫ বছরের মোটরস্পোর্টস গৌরবে তৈরি এই গাড়িটি ব্র্যান্ডের আসল পারফরম্যান্সকে তুলে ধরে। আগামী ২২ জুন, ২০২৬ থেকে বুকিং শুরু হতে চলা এই কোডিয়াক আরএস-এ থাকছে দুর্দান্ত গতি, ৭ আসনের বিলাসবহুল সুবিধা এবং ৪X৪ প্রযুক্তির চমৎকার অল-টেরেন ক্ষমতা।

স্কোডা অটো ইন্ডিয়ার ব্র্যান্ড ডিরেক্টর আশিস গুপ্ত বলেন, "ভারতে দুই দশক আগে আসা অকটাভিয়া আরএস-এর বিপুল জনপ্রিয়তার পর, এবার আমরা সেই

ঐতিহ্যকে কোডিয়াক আরএস-এর মাধ্যমে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। এটি ভারতে আমাদের প্রথম ৭ আসনের আইকনিক আরএস ব্যাজ পাওয়া গাড়ি এবং এ দেশে স্কোডার সবচেয়ে দ্রুতগতির মডেল।"

আরএস ব্যাজের পুরো নাম হলো 'RALLY SPORT', যা স্কোডা অটোর পারফরম্যান্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রতীক। বিশ্বজুড়ে স্কোডার আরএস মডেলগুলো তাদের গতিশীলতা, নিখুঁত নিয়ন্ত্রণ এবং দারুণ ড্রাইভিং অভিজ্ঞতার জন্য পরিচিত।

এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে মোটরস্পোর্টসের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে স্কোডা। সম্প্রতি তাদের পাঁচটি গাড়ি কাইল্যাক, কুশাক, স্লাভিয়া, কোডিয়াক ও অকটাভিয়া আরএস কোয়েম্বাটোরের ট্র্যাকে ১২:৩০.৯৭ মিনিটে ল্যাপ শেষ করে ইন্ডিয়া ও এশিয়া বুক অফ রেকর্ডস-এ নাম তুলেছে। এই সাফল্যের ওপর ভিত্তি করেই শুরু হয়েছে 'GREATEST ON A TRACK IS A ŠKODA ON A TRACK' ক্যাম্পেইন, যার সেরা রূপ হলো নতুন কোডিয়াক আরএস।

এএম/এনএস ইন্ডিয়া ও বিটস পিলানি-র যৌথ উদ্যোগ

কলকাতা: আর্সেলরমিত্তাল নিপ্পন স্টিল ইন্ডিয়া এবং বিটস পিলানি-র কৌশলগত অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাইলফলক অর্জন করেছে। 'ম্যানুফ্যাকচারিং ম্যানেজমেন্ট'-এ এমবিএ কোর্সের প্রথম ব্যাচটি সফলভাবে তাদের শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। কোম্পানির প্রধান হাজিরা প্ল্যান্টে আয়োজিত এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুরাটের পুলিশ কমিশনার শ্রী অনুপম সিং গহলৌত (আইপিএস)।

'প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং'-এ বি.টেক কর্মসূচির ধারাবাহিক সাফল্যের পর, ভবিষ্যতে নেতৃত্ব প্রদানের উপযোগী কর্মী-ভিত্তি বা লিডারশিপ পাইপলাইন গড়ে তুলতে বিটস পিলানি-র 'ওয়ার্ক ইন্টিগ্রেটেড লার্নিং প্রোগ্রাম'-এর ওপর ভরসা করে চলেছে এএম/এনএস ইন্ডিয়া। আধুনিক ইস্পাত উৎপাদন শিল্পের নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উদ্দেশ্যে এই কোর্সের পাঠ্যক্রমটি বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে। এতে একদিকে যেমন সাপ্লাই চেইন অপ্টিমাইজেশন ও স্ট্র্যাটেজিক ফাইন্যান্সের মতো ব্যবস্থাপনার মূল বিষয়গুলো রয়েছে, তেমনই অন্যদিকে যুক্ত করা হয়েছে ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন ও পরিবেশবান্ধব বা টেকসই উৎপাদন প্রক্রিয়ার মতো আধুনিক প্রযুক্তিগত দিকও। পড়াশোনার পদ্ধতি সহজ ও নমনীয় হওয়ায় ইস্পাত উৎপাদন ও ডিজিটাল প্রযুক্তি বিভাগের কর্মীরা ফুল-টাইম ডিউটি করার পাশাপাশি এই কঠিন পড়াশোনাও দারুণভাবে সামলে নিয়েছেন। ডিগ্রি শেষ করার পর, এই কর্মীরা তাঁদের বিশেষ ক্যাপস্টোন প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে কারখানার বাস্তব কাজের নানা জটিল সমস্যার সমাধান করেছেন। এর ফলে কাজের গতি ও মান যেমন বেড়েছে, তেমনই কোম্পানির ব্যবসাতেও বড়সড় লাভ হয়েছে।

শ্রী অনুপম সিং গহলৌত সফলভাবে ডিগ্রি অর্জন করা কর্মীদের নিয়মানুবর্তিতার প্রশংসা করেছেন। তিনি তাঁদের অনুরোধ জানান, যেন তাঁরা নিজের কোম্পানির উন্নতির পাশাপাশি ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি উন্নত ও 'বিকশিত ভারত' গড়ে তুলতেও অবদান রাখেন। এএম/এনএস ইন্ডিয়া-র এইচআর বিভাগের প্রধান আশুতোষ তেলাং বলেন, এই সাফল্য প্রমাণ করে যে কোম্পানি বিশ্বমানের লিডার তৈরি করতে কতটা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অন্যদিকে, বিটস পিলানির ডেপুটি ডিরেক্টর অধ্যাপক এস গুরুনারায়ণন জানান, যৌথ ভাবে তৈরি এই সিলেবাসটি পড়াশোনার পাশাপাশি কারখানার বাস্তব কাজের মধ্যে চমৎকার মেলবন্ধন ঘটিয়েছে, যা এএম/এনএস ইন্ডিয়া-র ব্যবসাকে আরও সফল করতে সাহায্য করছে।

এএম/এনএস ইন্ডিয়া এবং আইআইটি রুরকির মউ চুক্তি

কলকাতা: আর্সেলরমিত্তাল নিপ্পন স্টিল ইন্ডিয়া (এএম/এনএস ইন্ডিয়া) এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি রুরকি শিক্ষা, গবেষণা, উদ্ভাবন এবং শিল্পক্ষেত্রে ইন্টারেকশনের ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য একটি কৌশলগত সমঝোতা স্মারক বা মউ স্বাক্ষর করেছে। এই অংশীদারিত্ব এএম/এনএস ইন্ডিয়ার শিল্প দক্ষতার সঙ্গে আইআইটি রুরকির প্রাতিষ্ঠানিক উৎকর্ষকে একত্রিত করে মেধার বিকাশ, অ্যাপ্লাইড রিসার্চ এবং শিল্প প্রতিযোগিতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই কাঠামোর অধীনে, উভয় প্রতিষ্ঠান অ্যাকাডেমিক ও এক্সিকিউটিভ শিক্ষা কার্যক্রম, কর্মশক্তি রূপান্তর উদ্যোগ এবং শিল্প-কেন্দ্রিক পরামর্শের যৌথ উন্নয়ন অন্বেষণ করবে। এই সহযোগিতা প্রযুক্তিগত পরামর্শ পরিষেবা, যৌথ গবেষণা, মেধাস্বত্ব সৃষ্টি এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের উদ্যোগের উপরও আলোকপাত করবে।

এএম/এনএস ইন্ডিয়া এই উদ্দেশ্যগুলো পূরণের জন্য তার শিল্প-সমন্বিত শিক্ষা উদ্যোগ 'NAMTECH'-কে কাজে লাগাবে। নামটেক অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা এবং শিল্প-নেতৃত্বাধীন পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষাজগৎ ও শিল্পের মধ্যেকার ব্যবধান দূর করে, ভবিষ্যৎ প্রস্তুত প্রতিভা তৈরি করে এবং গবেষণাকে শিল্পক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারে ত্বরান্বিত করে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এএম/এনএস ইন্ডিয়ার সিইও শ্রী দিলীপ ওমেন বলেন যে, ভারতের শিল্প রূপান্তরের জন্য উৎপাদন এবং ইস্পাত খাতকে শক্তিশালী করতে শিল্প ও শিক্ষাজগতের মধ্যে গভীর সহযোগিতা প্রয়োজন। নামটেক-এর বোর্ড সদস্য শ্রী সঞ্জয় শর্মা যোগ করেন যে, এই অংশীদারিত্ব শিল্পের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষার জন্য নতুন পথ তৈরি করে।

আইআইটি রুরকির পরিচালক ড. কে. কে. পান্ত বলেন যে, এই সহযোগিতা প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণাকে বাস্তবসম্মত ও সম্প্রসারণযোগ্য সমাধানে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা 'বিকশিত ভারত' দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে টেকসই উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। পরিশেষে, এই সমঝোতা স্মারকটি উদীয়মান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় স্থিতিশীল ইন্টারেকশনের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকাঠামো স্থাপন করে।

টারজান নেচার রিট্রিটের হাত ধরে এলো লাইসেন্সিং মডেল

কলকাতা: ভারতের বনাঞ্চল, পাহাড় বা গ্রামীণ অঞ্চলে গড়ে ওঠা মনোরম ইকো-স্টে ও রিসোর্টগুলোর প্রাকৃতিক আকর্ষণ থাকলেও সুসংহত ব্র্যান্ড পরিচিতি, দক্ষ পরিচালন ব্যবস্থা এবং মানসম্মত অতিথি-পরিষেবার অভাব রয়েছে। দ্রুত বাড়তে থাকা এই অসংগঠিত অফবিট বাজারকে গোছাতে ইবিজি গ্রুপের আতিথেয়তা প্ল্যাটফর্ম 'টারজান নেচার রিট্রিট' একটি অভিনব লাইসেন্সিং / প্রপার্টি আপগ্রেড মডেল চালু করেছে। এর মূল লক্ষ্য হলো খণ্ডিত ও স্বাধীন থাকার জায়গাগুলোকে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোর আওতায় এনে বিশ্বস্ত, ব্র্যান্ডেড ও মানসম্মত প্রকৃতি-আতিথেয়তার গন্তব্যে রূপান্তরিত করা।

এই গন্তব্যের মধ্যে থাকবে ডিজাইন সংশোধন, কর্মী প্রশিক্ষণ, হাউসকিপিং মান, ওটিএ ও মূল্য নির্ধারণ কৌশল, কেন্দ্রীয় বিপণন এবং প্রিফ্যাব স্টে, স্পা বা প্লাঞ্জ পুলের মতো আধুনিক সুবিধা যুক্ত করার সুযোগ। ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ ১,০০০টিরও বেশি যোগ্য সম্পত্তি রূপান্তরের লক্ষ্য নিয়েছে এই কোম্পানি।

আজকের ট্র্যাভেলাররা প্রকৃতির সান্নিধ্যের পাশাপাশি আরাম, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যবিধি ও স্বচ্ছতা চান। ইবিজি গ্রুপের চেয়ারম্যান মি. ইরফান খান বলেন, "অনলাইনে অফবিট সম্পত্তির অভিজ্ঞতা প্রায়শই অনিশ্চিত থাকে। এই সমস্যার সমাধানই হলো টারজান লাইসেন্সিং। আমরা স্বাধীন সম্পত্তিগুলোকে একটি ব্র্যান্ডের শক্তি ও অতিথিদের আস্থা দিতে চাই।"

এই মডেলের মাধ্যমে প্রপার্টির মালিকরা তাঁদের সম্পদকে পেশাদারি আতিথেয়তার রূপ দিয়ে লাভবান হতে পারবেন এবং ট্র্যাভেলাররা লাভ করবেন এক নির্ভরযোগ্য সুরক্ষাবলয়।

এই উদ্যোগটি স্থানীয় কর্মসংস্থান তৈরি ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। মূলত বড় শহর এবং শক্তিশালী টিয়ার-২ ও টিয়ার-৩ বাজার থেকে গাড়িতে সহজে যাতায়াতযোগ্য নিরাপদ প্রপার্টিগুলোকে 'টারজান' অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এর একমাত্র লক্ষ্য হলো—প্রকৃতির অকৃত্রিম অভিজ্ঞতা অক্ষুণ্ণ রেখে ভারতের অফবিট পর্যটন খাতকে একটি সুসংগঠিত রূপ দেওয়া।

'মেড ইন ইন্ডিয়া' উদ্ভাবন প্রদর্শনে কলকাতায় 'লাভা ইনসাইডার্স মিট'

কলকাতা: দেশীয় স্মার্টফোন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান 'লাভা ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড' ১১ জুন, বৃহস্পতিবার কলকাতায় তাদের ফ্ল্যাগশিপ উদ্যোগ 'ইনসাইডার্স মিট'-এর আয়োজন করে। এই আয়োজনে প্রযুক্তি নির্মাতা, প্রযুক্তিপ্রেমী এবং মিডিয়া কর্মীরা একত্রিত হয়ে লাভা-র স্মার্টফোন, অডিও পণ্য এবং অ্যাক্সেসরিজের লেটেস্ট সম্ভার দেখার ও জানার সুযোগ পান।

কলকাতার জে ডব্লিউ ম্যারিয়ট-এ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা লাভা-র স্মার্টফোন সিরিজের অগ্নি, ব্লেজ, শার্ক, বোল্ড এবং স্মার্ট পণ্যগুলো সরাসরি ব্যবহারের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এছাড়া, নিজেদের ক্রমবর্ধমান ৫জি পণ্যের তালিকায় নতুন সংযোজন হিসেবে কোম্পানিটি তাদের লেটেস্ট 'SHARK 2 5G' স্মার্টফোনটিও সবার সামনে তুলে ধরে।

লাভা তাদের ফ্ল্যাগশিপ পণ্য হিসেবে 'অগ্নি ৪'-কে বিশেষ গুরুত্ব দেয়, যাতে রয়েছে নিজস্ব প্রযুক্তির 'বায়ু এআই', অ্যামোলেড ডিসপ্লে এবং উন্নত ক্যামেরার সুবিধা। পাশাপাশি, মাল্টিটাস্কিং ও ইউজারের গোপনীয়তা রক্ষার সুবিধার্থে ডুয়াল-ডিসপ্লে বা দুটি ডিসপ্লে-সহ ডিজাইন করা 'ব্লেজ ডুও ৩'-ও প্রদর্শন করা হয়। প্রদর্শিত অন্যান্য পণ্যের মধ্যে ছিল বাজেট-ফ্রেন্ডলি ৫জি ইউজারদের জন্য 'শার্ক' সিরিজ, সাধারণ বা এন্ট্রি-লেভেল গ্রাহকদের জন্য 'বোল্ড' সিরিজ এবং ফিচার ফোন থেকে স্মার্টফোনে প্রথমবার পা রাখা ক্রেতাদের জন্য 'স্মার্ট' সিরিজ।

অনুষ্ঠানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, পণ্যের উদ্ভাবন এবং কোম্পানির প্রবৃদ্ধি বা সম্প্রসারণ কৌশলসহ বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণকারী ও লাভা-র শীর্ষ কর্মকর্তাদের মধ্যে মতবিনিময় হয়। একটি কমিউনিটি এনগেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম বা গ্রাহক-সম্পৃক্ততার মাধ্যম হিসেবে আয়োজিত এই 'ইনসাইডার্স মিট'-এ ব্র্যান্ড এবং প্রযুক্তি-বিষয়ক ইনফ্লুয়েন্সারদের মধ্যে আলোচনা ও মতামত বিনিময়ের ওপর জোর দেওয়া হয়।

কলকাতার এই আয়োজনটি লাভা-র সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় পূর্ব ভারতের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বকে তুলে ধরেছে। কোম্পানিটি জানিয়েছে যে, এই অঞ্চলে স্মার্টফোন ব্যবহারের হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় পূর্ব ভারত তাদের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাজার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সারা দেশে ১ লাখ ১০ হাজারেরও বেশি আউটলেটে উপস্থিতি থাকা লাভা গত বছর তাদের স্মার্টফোন ব্যবসায় ৫০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে এবং চলতি বছরে তাদের রিটেইল বিক্রয় নেটওয়ার্ক ও স্মার্টফোন বিক্রির পরিমাণ দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা করছে।

মার্জিন অফ সেফটির সুরক্ষা ইউটিআই লার্জ অ্যান্ড মিড ক্যাপ ফান্ডে

শিলিগুড়ি: ইউটিআই লার্জ অ্যান্ড মিড ক্যাপ ফান্ড এমন একটি বৈচিত্র্যময় পোর্টফোলিও, যা শক্তিশালী ও গুণগত মানসম্পন্ন কোম্পানিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে 'মার্জিন অফ সেফটি'-র সুবিধা নেওয়ার লক্ষ্য রাখে। সেবি-র নিয়ম অনুযায়ী, এই ধরনের ফান্ডে লার্জ ও মিড ক্যাপ কোম্পানির ইকুইটি ও ইকুইটি-সম্পর্কিত ইনস্ট্রুমেন্টে ন্যূনতম ৩৫ শতাংশ করে বিনিয়োগ করা হয়। বড় মূলধনী সংস্থার স্থিতিশীলতার পাশাপাশি মিড ও স্মল ক্যাপ কোম্পানির বৃদ্ধির সম্ভাবনাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ফান্ডটির বিনিয়োগের লক্ষ্য ভ্যালু ইনভেস্টিং-এর উপর ভিত্তি করেই থাকে। অর্থাৎ, অন্তর্নিহিত মূল্যের তুলনায় কম দামে লেনদেন হওয়া স্টকে বিনিয়োগ করে মার্জিন অফ সেফটি নিশ্চিত করা। বাজারের স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা থেকে তৈরি হওয়া সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আন্ডারভ্যালুড ও গ্রোথ-ওরিয়েন্টেড কোম্পানি বেছে নিতে ফান্ডটি সেক্টর নির্বাচনে টপ-ডাউন এবং স্টক নির্বাচনে বটম-আপ পদ্ধতি অনুসরণ করে। এর কৌশল তিনটি ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে— আপেক্ষিক মূল্যায়ন, যুক্তিসঙ্গত মূল্যায়নে প্রবৃদ্ধির সুযোগ এবং মূল্যায়নের গড়ে ফিরে আসার সম্ভাবনা।

২০০৯ সালে চালু হওয়া এই ফান্ডের অ্যাসেট আন্ডার ম্যানেজমেন্ট (AUM) ৩১ মে, ২০২৬ পর্যন্ত ৫,৯০০ কোটিরও বেশি টাকা। ওই সময়ে এর প্রায় ৪৫ শতাংশ বিনিয়োগ ছিল লার্জ ক্যাপে, ৪০ শতাংশ মিড ক্যাপে এবং অবশিষ্ট অংশ স্মল ক্যাপে। শীর্ষ হোল্ডিংগুলির মধ্যে রয়েছে এইচডিএফসি ব্যাংক, আইসিআইসিআই ব্যাংক, ইনফোসিস, ভারতী এয়ারটেল, লারসেন অ্যান্ড টুব্রো, আইটিসি, পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া, অরবিন্দ ফার্মা, উইপ্রো এবং রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ, যা মিলিয়ে পোর্টফোলিওর প্রায় ২৮ শতাংশ গঠন করে।

কনসার্ট অর্থনীতির জোয়ারে অসমে ৭০০ কোটিরও বেশি টাকার ব্যবসার সম্ভাবনা

শিলিগুড়ি/কলকাতা: ভারতের পরবর্তী বড় কনসার্ট অর্থনীতির কেন্দ্র হিসেবে উঠে আসতে পারে অসম। বুকমাইশো, অসম ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (ATDC) এবং ইওয়াই-পার্থেননের যৌথ প্রতিবেদনে আগামী পাঁচ বছরে লাইভ বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান থেকে রাজ্যে ৭০০ কোটিরও বেশি টাকার সামগ্রিক আর্থিক প্রভাবের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

গুয়াহাটিতে প্রকাশিত ‘দ্য অসম ব্লুপ্রিন্ট: টার্নিং লাইভ মিউজিক ইকোনমি ইনটু আ ট্যুরিজম মাল্টিপ্লায়ার’ শীর্ষক এই প্রতিবেদনে রাজ্যের পর্যটন, অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানে আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গীতানুষ্ঠানের প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২০২৫ সালের ডিসেম্বরে গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত মার্কিন র‍্যাপপার পোস্ট ম্যালোনের প্রথম একক ভারতীয় কনসার্টকে কেস স্টাডি হিসেবে তুলে ধরে প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ওই অনুষ্ঠান থেকে মোট ৪৩ কোটি টাকার আর্থিক প্রভাব তৈরি হয়েছিল। এর মধ্যে অসমে সরাসরি ব্যয় হয় ৩২ কোটি টাকা এবং জিএসটি বাবদ আয় হয় প্রায় ৫ কোটি টাকা। প্রায় ২০ হাজার দর্শক ওই কনসার্টে অংশ নিয়েছিলেন, যাঁদের ৫৩ শতাংশই গুয়াহাটির বাইরে থেকে এসেছিলেন এবং তাঁরা দেশের ২০০-রও বেশি শহর ও জনপদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, কনসার্টের টিকিটে প্রতি ১০০ টাকা খরচের বিপরীতে দর্শকরা যাতায়াত, আবাসন, খাবার ও কেনাকাটায় অতিরিক্ত ৮৯৯ টাকা ব্যয় করেছেন। এর ফলে হোটেলে দখলদারির হার ৩০ শতাংশ বেড়েছে, পরিবহণ পরিষেবায় চাহিদা ৫০ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রেস্তোরাঁ ও খুচরো ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য হারে ক্রেতা সমাগম বেড়েছে।

এই তথ্য গুয়াহাটিকে উত্তর-পূর্ব ভারতের পর্যটন ও লাইভ বিনোদনের গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশদ্বার হিসেবে তুলে ধরেছে। ২০২৫ সালে শহরটিতে লাইভ ইভেন্টে দর্শক উপস্থিতি ১৮৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায় এবং ৫৫টি টিকিটভিত্তিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়, যা আতিথেয়তা, খুচরো ব্যবসা, পরিবহণ এবং স্থানীয় উদ্যোগগুলির জন্য নতুন ব্যবসায়িক সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়।

সরকারি আধিকারিকদের মতে, অসমের কনসার্ট ট্যুরিজম নীতি, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং এটিডিসি-র সিঙ্গল-উইন্ডো সুবিধা একটি টেকসই বিনোদনভিত্তিক ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে সাহায্য করছে। আগামী ১৭ নভেম্বর, ২০২৬-এ কিংবদন্তি রক ব্যান্ড গানস এন’ রোজেস-এর গুয়াহাটি সফর রাজ্যের এই ক্রমবর্ধমান মর্যাদাকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য ও জীবনশৈলী

সুস্থ থাকতে ডায়েট চার্ট নয়, বদলান অভ্যাস

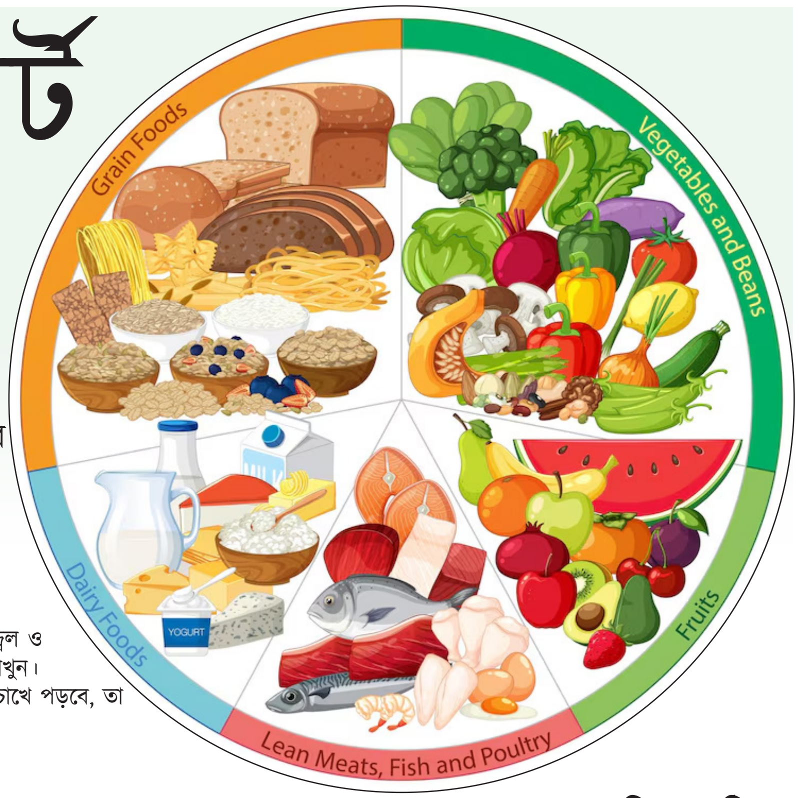

সুস্থ থাকতে অনেকেই কঠোর ডায়েটের আশ্রয় নেন। কিন্তু দৈনন্দিন অভ্যাসে কিছু ছোট ছোট পরিবর্তন আনলেই কিন্তু বড় সাফল্য পাওয়া সম্ভব। আমাদের মস্তিষ্কের ওপর পরিবেশের প্রভাব অনেক বেশি। সামান্য কিছু কৌশলে খাবারের প্রতি আসক্তি কমিয়ে সহজেই নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় ক্যালোরি।

দৃষ্টির আড়ালে অস্বাস্থ্যকর খাবার

আমাদের মস্তিষ্ক সবসময় সেই খাবারের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়, যা চোখের সামনে পড়ে। উজ্জ্বল ও চকচকে মোড়কের অস্বাস্থ্যকর স্ন্যাকস বা চিপস চোখের সামনে না রেখে অস্বচ্ছ পাত্রে লুকিয়ে রাখুন। উল্টোদিকে, ফল বা বাদামের মতো স্বাস্থ্যকর খাবার চোখের সামনে সাজিয়ে রাখুন। যা সহজে চোখে পড়বে, তা খাওয়ার প্রবণতাও কমবে।

ভারী পাত্রের ব্যবহার

‘আগে দর্শনধারী, পরে গুণবিচারী’- কথাটি খাবারের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। সাধারণ পুষ্টিকর খাবারকেও সুন্দর প্লেটে রঙিনভাবে সাজিয়ে পরিবেশন করুন। ভারী প্লেট বা পাত্রে খাবার খেলে তৃপ্তি বেশি পাওয়া যায়, ফলে অতিরিক্ত খাবার খাওয়ার ইচ্ছা কমে।

ধীরেসুস্থে খান

খাওয়ার সময় ফোনের ব্যবহার বা টিভি দেখা এড়িয়ে চলুন। এ সময় শান্ত ও ধীরগতির মিউজিক শুনুন। এতে খাওয়ার গতি কমবে এবং কম খাবার খেয়েই দ্রুত তৃপ্ত বোধ করবেন।

মিষ্টি খাওয়ার আগে ভাবুন

পেট ভরা থাকার পরেও মিষ্টি খাওয়ার ইচ্ছা হলে নিজেকে প্রশ্ন করুন, ‘সত্যিই কি খিদে পেয়েছে, নাকি শুধু চোখের দেখায় লোভ হচ্ছে?’ অনেক সময় খিদে না থাকলেও বাহ্যিক প্ররোচনায় আমরা খেয়ে ফেলি। এই সচেতনতা আপনাকে বাড়তি ক্যালোরি থেকে বাঁচাতে পারে।

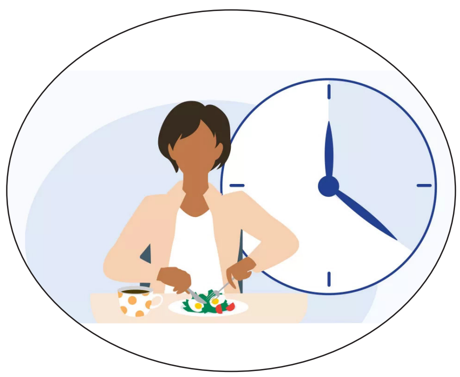

শপিংয়ের ট্রিকস

সুপারমার্কেটে চোখের সমান উচ্চতায় দামী ও অস্বাস্থ্যকর পণ্য সাজানো থাকে। তাই ভালো ও সস্তা স্বাস্থ্যকর পণ্য খুঁজে পেতে তাকের ওপরের বা নিচের দিকের শেলফগুলো ভালো করে দেখুন।

ক্যালোরি নয়, খাবারের পরিমাণ বাড়ান

খাবারের ক্যালোরি যা-ই হোক না কেন, মানুষ সাধারণত আয়তনের দিক থেকে সমপরিমাণ খাবারই খেয়ে থাকে। অতিরিক্ত ক্যালোরি গ্রহণ না করেও পেট ভরানো সম্ভব। পরিমাণমতো শাকসবজি, স্যালাড, ফল রাখুন পাতে।

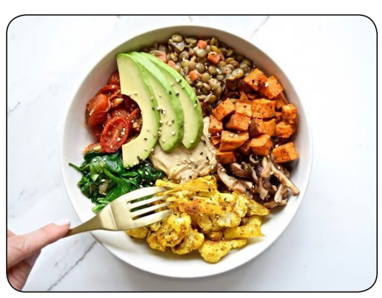

এই ছোট ছোট অভ্যাসগুলো মেনে চললে বাড়তি চাপ ছাড়াই স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করা সহজ হবে।

শিলিগুড়িতে প্রধানমন্ত্রীর মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য ও দেশের অগ্রগতির ধারাবাহিকতা কামনায় শিলিগুড়িতে বিশেষ প্রার্থনা সভার আয়োজন করলো বিজেপি। গত ১০জুন বুধবার প্রধাননগরের রামকৃষ্ণ আশ্রমে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ও শিলিগুড়ির বিধায়ক ড. শংকর ঘোষসহ বিজেপির একাধিক নেতা-কর্মীরা।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনায় বিশেষ প্রার্থনা ও পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত কর্মী-সমর্থকরা দেশের অগ্রগতি, সমৃদ্ধি এবং 'বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্ন পূরণের উদ্দেশ্যে প্রার্থনায় অংশ নেন।

এ প্রসঙ্গে ড. শংকর ঘোষ বলেন, "নরেন্দ্র মোদী দেশের ইতিহাসে সর্বাধিক সময় নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। তাঁর নেতৃত্বে গত কয়েক বছরে যে উন্নয়নের ধারা ভারত অতিক্রম করেছে, তা শুধু দেশের মানুষ নয়, গোটা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে।" তিনি আরও বলেন, "দেশকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণেই বিজেপি তাঁর সুস্থতা, দীর্ঘায়ু ও আরও সাফল্য কামনায় এই প্রার্থনা সভার আয়োজন করেছে।"

জেলা হাসপাতালে 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান'

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার উদ্যোগে সম্প্রতি শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে বিশেষ 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান' অনুষ্ঠিত হয়। হাসপাতাল চত্বরকে পরিচ্ছন্ন রাখার লক্ষ্যে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে দলের বিভিন্ন স্তরের কার্যকর্তা, পদাধিকারী এবং যুব মোর্চার সদস্যরা অংশ নেন।

অভিযানের সময় হাসপাতালের প্রাঙ্গণে জমে থাকা আবর্জনা পরিষ্কার করা হয় এবং পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব সাধারণ মানুষের মধ্যে তুলে ধরা হয়। কর্মসূচির মাধ্যমে হাসপাতালের রোগী ও তাদের পরিবারের সদস্যদেরও স্বাস্থ্য এবং পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়।

স্বচ্ছতা অভিযানের সমাপ্তিতে যুব মোর্চার সদস্যরা হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন দুস্থ রোগীদের পরিবারের হাতে ফল বিতরণ করেন। পাশাপাশি রোগীদের দ্রুত আরোগ্য এবং সুস্থতার কামনা জানানো হয়।

এ বিষয়ে বিজেপির যুব মোর্চার সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সৌরভ বসু সরকার বলেন, "স্বচ্ছ ভারত অভিযান আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয়। ভবিষ্যতেও এই কর্মসূচি জারি থাকবে। শুধু হাসপাতাল নয়, শহরের যেসব এলাকায় আবর্জনা এবং নোংরার কারণে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, সেসব স্থানেও আমাদের বিশেষ নজর থাকবে।"

তিনি আরও বলেন, "শহরকে পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব কেবল রাজনৈতিক দল বা প্রশাসনের নয়। সাধারণ মানুষকেও এই উদ্যোগে অংশগ্রহণ করতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও সুন্দর শিলিগুড়ি গড়ে তোলা সম্ভব। শহরের রাস্তা, হাসপাতাল, বাজার ও জনবহুল

এলাকাগুলোকে পরিষ্কার রাখার ক্ষেত্রে নাগরিকদের সচেতন ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"

ভবিষ্যতেও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের পাশে থেকে এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি আয়োজন করা হবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

ভুটানে শক্তিশালী ভূমিকম্প

নিজস্ব প্রতিবেদন

জয়গাঁও: ভুটানে সৃষ্ট একটি শক্তিশালী ভূমিকম্পের জেরে কাঁপল গোটা পশ্চিমবঙ্গ। ৭ জুন রবিবার রাত ১১টা ৬ মিনিটে আচমকা এই কম্পনে রাজ্যজুড়ে তীব্র আতঙ্ক ছড়ায়। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গও বাদ যায়নি। জানা গিয়েছে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভুটানের রাজধানী থিম্পু থেকে মাত্র ১৯ কিলোমিটার দূরে। রিখটার স্কেলে এর তীব্রতা ছিল ৫.৭। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও আসাম, বাংলাদেশ ও নেপালের কিছু অংশ এই কম্পনে কেঁপে ওঠে।

ভূমিকম্পের সময় উত্তরবঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি চলছিল। প্রবল দুর্যোগের কারণে সবাই যখন ঘরের ভেতরে, তখনই আচমকা অনেকের মোবাইলে 'গুগল আর্থকোয়েক অ্যালার্ট' আসে। এর ঠিক পর মুহূর্তেই তীব্র ঝাঁকুনিতে কেঁপে ওঠে চারপাশ। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে কম্পনের তীব্রতা সবচেয়ে বেশি ছিল। প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করেই আতঙ্কিত মানুষজন ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন। বাসিন্দাদের মতে, এবারের ঝাঁকুনি ছিল বেশ জোরালো। তবে স্বস্তির বিষয় এই যে, পরে আর কোনও বড় আফটারশক হয়নি।

কলকাতাতেও বেশ কিছুক্ষণ মাঝারি কম্পন অনুভূত হয়। বহুতল আবাসন ও সাধারণ বাড়ির বাসিন্দারা ফ্যান এবং আসবাবপত্র দুলতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। মাঝরাতে শহরের বহু মানুষ রাস্তায় নেমে আসেন। তবে স্বস্তির খবর, তীব্রতা বেশি হলেও পশ্চিমবঙ্গ বা উত্তরবঙ্গের কোথাও এখনও পর্যন্ত কোনও বড় ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর মেলেনি।

ত্রিপুরায় প্রায় ১০ হাজার বাল্যবিবাহ রুখল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন

আগরতলা: রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর এবং সামাজিক সংগঠনগুলির যৌথ তৎপরতায় গত ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ত্রিপুরায় রেকর্ড ৯,৯৮২টি বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে।

৮ জুন, সোমবার আগরতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই সাফল্যের কথা জানান রাজ্যের সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। তিনি বলেন, জেলা প্রশাসন, পুলিশ, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং শিশু সুরক্ষা কমিটিগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বাড়াতেই এই সাফল্য এসেছে। তবে এই সময়ে রাজ্যে ঠিক কতগুলি বাল্যবিবাহ সম্পন্ন হয়েছে, তার সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান সরকারের কাছে নেই।

মন্ত্রী জানান, সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া এবং ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের মতো কিছু এলাকায় বাল্যবিবাহের প্রবণতা এখনও একটি বড় সামাজিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গিয়েছে। এই কুপ্রথা পুরোপুরি নির্মূল করতে ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন এবং বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিয়ত সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

পাশাপাশি রাজ্যের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়নের খতিয়ানও তুলে ধরেন মন্ত্রী। তিনি জানান, রাজ্যের প্রায় ১০,০০০ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মধ্যে ইতিমধ্যে ৩,০০০-এরও বেশি কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। বাকি কেন্দ্রগুলিতেও চলতি অর্থবর্ষের মধ্যেই বিদ্যুৎ পৌঁছে যাবে।

এছাড়া, অভিভাবকদের অনুরোধে প্রায় ১০০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে বাংলা থেকে ইংরেজি মাধ্যমে রূপান্তরিত করা হয়েছে, যাতে শিশুরা সহজেই 'বিদ্যাজ্যোতি' স্কুলগুলিতে ভর্তির সুযোগ পায়। জাতীয় হারের তুলনায় ত্রিপুরায় বাল্যবিবাহের প্রবণতা এখনও কিছুটা বেশি, যা নিয়ন্ত্রণে লাগাতার সরকারি হস্তক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি।

নো-ম্যানস ল্যান্ডে ২৪ ঘণ্টা কাটিয়ে পরিবারের কাছে ফিরলেন নিখোঁজ বাংলাদেশি যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন

গুয়াহাটি: ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের নো-ম্যানস ল্যান্ডে দীর্ঘ ২৪ ঘণ্টা আটকে থাকার পর ১১ জুন, বৃহস্পতিবার পরিবারের সঙ্গে পুনর্মিলন হলো এক বাংলাদেশি যুবকের। এর ফলে অবসান ঘটলো দুই দেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর মধ্যকার এক তীব্র উত্তেজনার। একই সঙ্গে এটিও প্রমাণিত হলো যে, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) যে ব্যক্তিকে ভারতীয় নাগরিক বলে দাবি করার চেষ্টা করছিল, তিনি আসলে বাংলাদেশেরই নাগরিক।

১০ জুন, বুধবার বাংলাদেশের বকশীগঞ্জ এলাকার জামালপুর সীমান্ত এবং ভারতের মেঘালয় সীমান্তের মধ্যবর্তী স্থানে এই উত্তেজনার সূত্রপাত হয়। বিজিবির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল যে, ভারতের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) একজন ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশে পুশ-ইন করার চেষ্টা করছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিজিবি সদস্য এবং স্থানীয় গ্রামবাসীরা একজোট হয়ে বাধা দেয়। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, সীমান্তের দু'পক্ষের বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র তর্ক-বিতর্ক এবং পাথর ছোঁড়াছুড়ি শুরু হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিএসএফ এবং বিজিবির মধ্যে একটি ফ্ল্যাগ মিটিং ডাকা হলেও তা কোনো সমাধান সূত্র বের করতে পারেনি।

বিজিবির এই সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ খারিজ করে দিয়ে বিএসএফ কর্মকর্তারা দাবি করেন, ওই ব্যক্তি আসলে বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার বাসিন্দা। বিএসএফ সূত্রের খবর অনুযায়ী, বিজিবি নিজেই ওই ব্যক্তিকে আটক করেছিল এবং মেঘালয়ের মহেন্দ্রগঞ্জের কাছে নন্দীর চর সেক্টর দিয়ে তাকে ভারতে পুশ-ইন করার চেষ্টা করছিল। দুই পক্ষই নিজ নিজ দাবিতে অনড় থাকায়, ওই যুবককে বুধবারের পুরো রাত সীমান্ত এলাকার নো-ম্যানস ল্যান্ডেই অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় কাটাতে হয়।

ঘটনাটি দ্রুত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং দুই দেশেই ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। বৃহস্পতিবার ইন্টারনেটে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন ও ছবি দেখে ওই যুবকের পরিবার তাকে শনাক্ত করে। জানা যায়, যুবকের নাম ষষ্ঠী চন্দ্র বর্মন। তিনি রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার চান্দলাই গ্রামের বাবু চন্দ্র বর্মনের ছেলে। পরিবারের সদস্যরা জানান, তিনি গত দুই মাস ধরে নিখোঁজ ছিলেন।

পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসন তাকে বকশীগঞ্জ থানায় নিয়ে আসে। এরপর বিকেল সাড়ে ৪টা নাগাদ তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে তার বড় ভাই ভবানী বর্মনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন পর ভাইকে ফিরে পেয়ে দুই ভাই-ই আবেগে কেঁদে ফেলেন এবং এরপর তারা রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওনা হন।

এই ঘটনাটি আরও একবার সীমান্ত ব্যবস্থাপনার জটিলতা এবং জাতীয়তা ও আন্তঃসীমান্ত চলাচল নিয়ে তৈরি হওয়া বিরোধের মাঝে মানবিক সংকটের দিকটিকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলল।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পন্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলা: কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলা: কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত।
● সম্পাদক: সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96